প্রকাশক : **হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ**
কাজলা, রাজশাহী।
ফোন ও ফ্যাক্স : (অনুঃ) (০৭২১) ৮৬১৩৬৫।
হা. ফা. বা. প্রকাশনা - ৯

الناشر: حديث فاؤنديشن بنغلاديش
(مؤسسة الحديث بنغلاديش للطباعة و النشر)

১ম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারী ১৯৯৭
২য় প্রকাশ : ফেব্রুয়ারী ২০০০
৩য় প্রকাশ : এপ্রিল ২০১০
রবীউল আখের ১৪৩১ হিঃ
চৈত্র ১৪১৬ বাং।

কম্পোজ : **হাদীছ ফাউণ্ডেশন কম্পিউটার্স**

মুদ্রণঃ দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী, ফোন : ৭৭৪৬১২।
নির্ধারিত মূল্য : ২০ (বিশ) টাকা মাত্র।

JAGORANI Published by Hadeeth Foundation Bangladesh, Kajla, Rajshahi, Bangladesh, Ph & Fax: (0721) 861365, (Req) 760525. Fixed Price : Tk. 20.00 Only.

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

*১৯৯১ সালের ২৫ ও ২৬শে এপ্রিল রাজশাহী মহানগরীর নওদাপাড়াতে অনুষ্ঠিত 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর ২য় জাতীয় সম্মেলন ও তাবলীগী ইজতেমার পরপরই মুহতারাম আমীরে জামা'আত **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** ছাহেবের প্রস্তাবক্রমে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় কমিটি ও কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা পরিষদের যৌথ বৈঠকের পরামর্শ অনুযায়ী জয়পুরহাটের নবাগত তরুণ শিল্পী শফীউল আলম (পরবর্তী নাম 'শফীকুল ইসলাম')-এর নেতৃত্বে আল-হেরা শিল্পীগোষ্ঠীর পদযাত্রা শুরু হয়। ইসলামী জাগরণী ও কবিতা সমূহকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছমুখী করার মহান লক্ষ্যে আল্লাহ পাকের সর্বশেষ অহি-র প্রথম অবতরণস্থল ঐতিহাসিক 'হেরা' গুহার নামানুসারে আহলেহাদীছ তরুণ শিল্পীদের এই সংগঠনকে 'আল-হেরা শিল্পীগোষ্ঠী' নামকরণ করা হয়, যা 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর সাহিত্য বিভাগের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হচ্ছে। পরবর্তীতে ১৯৯৯-২০০১ সেশন থেকে কেন্দ্রীয় গবেষণা ও প্রকাশনা বিভাগের অধীনে পরিচালিত হয়ে আসছে। ফালিল্লাহিল হাম্‌দ। আল্লাহ প্রদত্ত অমূল্য নে'মত সুললিত কণ্ঠগুলি আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ অহি-র বাস্তবায়নে ব্যয়িত হউক, আল-হেরার জান্নাতী পথে তারা সমবেত হয়ে সমাজ বিপ্লবে অবদান রাখুক সেই আশা রেখেই আজকের মত শেষ করছি। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন-আমীন!!*

মুহাম্মাদ মুসলিম
সম্পাদক
সাহিত্য বিভাগ
আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

প্রথম প্রকাশের ভূমিকা

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

নাহ্‌মাদুহূ ওয়া নুছাল্লী 'আলা রাসূলিহিল কারীম

আল্লাহ্‌র অশেষ রহমতে নির্ভেজাল তাওহীদের আন্দোলনকে বেগবান করার লক্ষ্যে 'আল-হেরা শিল্পীগোষ্ঠী' ইসলামী জাগরণীর মাধ্যমে দেশবাসীকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দিকে আহ্বান করে যাচ্ছে। বর্তমানে অশ্লীল এবং নোংরা গানে বাজার সরগরম। এর মাঝে কিছু ইসলামী ক্যাসেট বাজারে থাকলেও সেগুলির অধিকাংশ শিরক ও বিদ'আতের প্রভাবমুক্ত নয়। তাই নির্ভেজাল ইসলামী জাগরণী একান্তই আবশ্যক।

'আল-হেরা শিল্পীগোষ্ঠী' ১৯৯৩ সাল হ'তে এযাবৎ চারটি ক্যাসেট উপহার দিয়েছে, যা সমাজে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছে। সুরের মাধ্যমে এ ধরনের ইসলামী জগরণীর তুলনা নেই। অপরদিকে লেখনীর মাধ্যমে শিক্ষিত জনগণের নিকট উক্ত জাগরণীগুলি বই আকারে প্রকাশ করা একান্তই প্রয়োজন। এ প্রয়োজনীয়তা ছিল দীর্ঘ দিনের। এক্ষণে তা পকাশ করতে পেরে আমরা আল্লাহ পাকের শুকরিয়া আদায় করছি। আশা করি আগামীতে এর চাহিদা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাবে ও এর মাধ্যমে সমাজে জেঁকে বসা অনৈসলামিক কৃষ্টি ও সংস্কৃতির ঢেউ কিছুটা হ'লেও ঠেকানো যাবে। নতুন পদযাত্রা হিসাবে ভুলভ্রান্তি থাকা একান্তই স্বাভাবিক। সুধী পাঠকবৃন্দ সেটিকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন বলে আশা করি।

২য় প্রকাশের ভূমিকা

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

নাহমাদুহূ ওয়া নুছাল্লী 'আলা রাসূলিহিল কারীম

কবিতা ও গানের মাধ্যমে মনের ভাব প্রকাশের ও অনুপ্রেরণা জাগানো মানুষের সুপ্রাচীন রীতি। তার সঙ্গে সুরের মূর্ছনা শ্রোতাকে মন্ত্রমুগ্ধ করে ফেলে। তাকে যেমন ভাল কাজে উদ্বুদ্ধ করা যায়, তেমনি অন্যায় কাজে প্ররোচিত করা চলে। এজন্যই হাদীছে এসেছে, 'কবিতার ভালগুলি ভাল ও মন্দগুলি মন্দ'।

প্রত্যেক জাতির রয়েছে স্বতন্ত্র কৃষ্টি ও সংস্কৃতি। মুসলিম জাতির রয়েছে পৃথক তাহযীব ও তামাদ্দুন। এই স্বাতন্ত্র্য ফুটে ওঠে তার ভাষায় ও সাহিত্যে, কবিতায় ও গানে। দুঃখের বিষয়, আজকের মুসলিম সমাজ তার স্বকীয় ঐতিহ্য ভুলতে বসেছে। আমাদের সমাজ জীবনে আজ স্থান করে নিয়েছে বিজাতীয় অপসংস্কৃতি। অন্যদিকে ইসলামী গান ও ক্যাসেটের ভুবনে আসন করে নিয়েছে বিভিন্ন শিরক ও বিদ'আতী গান ও কবিতা সমূহ। এসবের বিপরীতে 'আল-হেরা' সমাজকে উপহার দিয়েছে নির্ভেজাল তাওহীদ ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক ইসলামী কবিতা ও গানের এক গুচ্ছ গোলাপের ডালি। আমরা তাদের স্বাগত জানাই। পুঁতিগন্ধময় সমাজকে তা করে তুলুক সুরভিত, তাওহীদ ও সুন্নাহ্‌র আলোকে যাবতীয় অন্ধকার হৌক দূরীভূত, আল-হেরা'র আলোকচ্ছটায় বাংলার গ্রাম-গঞ্জ ও প্রতিটি গৃহকোণ হৌক আলোকিত আমরা সেই কামনা করি।

আল্লাহ পাক 'আল-হেরা' শিল্পীগোষ্ঠীর অক্লান্ত শ্রম ও খালেছ নিয়তকে কবুল করুন এবং অত্র ইসলামী জাগরণী ক্যাসেট ও বই প্রকাশনায় যে পর্যায়ে যারা যতটুকু সহযোগিতা করেছেন, তাদের সবাইকে উত্তম জাযা দান করুন- আমীন!

অধ্যাপক আব্দুল লতীফ
সচিব
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী
ও
গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক
আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ।

আল-হেরার আলোক ছটা

-মুহাম্মাদ নিযামুদ্দীন, কুষ্টিয়া।

আল-হেরার আলোক ছটা পড়িল ধরায়
নিখিল ভুবন আলোকিত, আলোক ইশারায়।
জ্ঞানের স্বর্গ আল-হেরা
ধ্যানের স্বর্গ আল-হেরা
আল-হেরা তোমারে চায়
হাঁটি হাঁটি পায়ে পায়ে খুঁজিয়া বেড়ায়। – ঐ
চমকে ওঠে আল-হেরা আতঙ্কে
গায়েবী সালাম হয়, আশংকে
সামনে দেখে সেই সে লোক
ভয় পায় আত্মালোক,
বলে মুহাম্মাদ তুমি পড়, পড় আল্লাহ্‌র নামে তুমি পড়। –ঐ
সেই হ'তে শুরু হয় জ্ঞান প্রভাত
সৃষ্টি করে রাসূলের ধৈর্য স্বভাব
বিশ্ববাসীর অহি-র জ্ঞান পূর্ণ আছে আল-কুরআন
এর আলোকে তুমি জীবন গড়।
গড় আল্লাহ্‌র নামে জীবন গড়। -ঐ
আল-কুরআন আল-হাদীছের অনুসারী
করছে তারা যথা তথা তাবেদারী
'আহলেহাদীছ আন্দোলন' মানে না কারো আস্ফালন
আল-হেরার সঙ্গীত নিয়ে লড়
কুরআন সুন্নাহ্‌র আলোকে দেশ গড়। -ঐ

বিশ্ব জুড়ে সুর উঠেছে

-মুহাম্মাদ বেলালুদ্দীন, পাবনা।

বিশ্ব জুড়ে সুর উঠেছে আহলেহাদীছ আন্দোলন
সারা দুনিয়ায় সুর উঠেছে আহলেহাদীছ আন্দোলন।
আন্দোলন আন্দোলন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'। -ঐ
বাতিলের ঐ পথের বাধা, আহলেহাদীছ আন্দোলন।
তাক্বলীদের ঐ পথের কাঁটা, আহলেহাদীছ আন্দোলন।
আঁধার রাতের পথের মশাল, বলতে পার কোন সে দল ?
'আহলেহাদীছ আন্দোলন'। -ঐ
পুঁজিবাদের সর্বনাশ আহলেহাদীছ আন্দোলন
কার ধ্বনিতে কাঁপতে থাকে দ্বৈতবাদের ঐ আসন
আহলেহাদীছ আন্দোলন। -ঐ

শান্তি ফিরে আনবে কে? আহলেহাদীছ আন্দোলন
আল-জিহাদের ময়দানে, আহলেহাদীছ আন্দোলন
'আহলেহাদীছ যুবসংঘ' বিপ্লবী এক বিস্ফোরণ
দাওয়াত ও জিহাদের আলোড়ন
আহলেহাদীছ আন্দোলন। -ঐ

আহলেহাদীছ যিন্দাবাদ

-মুহাম্মাদ নিযামুদ্দীন, কুষ্টিয়া।

যিন্দাবাদ, যিন্দাবাদ, আহলেহাদীছ যিন্দাবাদ,
নির্ভেজাল তাওহীদের পতাকা তলে আয়রে দলে
হয়ে আজকে রে আযাদ।
যিন্দাবাদ যিন্দাবাদ যিন্দাবাদ।
আমরা মানি না ফেরকাবন্দি
মানি না কারো ফন্দি
মানি না মাযহাব পীর-ফকীরের হাতে গড়া যত গণ্ডি।
আমরা ভাঙ্গিব বৃত্ত সমাজে
প্রশস্ত চিত্ত লাগবে আজে
আছে এ বিশ্বাস অগাধ
যিন্দাবাদ যিন্দাবাদ যিন্দাবাদ। -ঐ।

গাউছুল আযম আল্লাহ তা'আলা

-মুহাম্মাদ আব্দুল মান্নান, সাতক্ষীরা।

গাউছুল আযম আল্লাহ তা'আলা
গুণগান সকলি তো তোমার
সৃষ্টি জগৎ কি চমৎকার। -ঐ
প্রশংসা করি যদি সারা জীবন
শেষ করা যাবে না তো আমরণ
তুমি রহীম তুমি করীম তুমি রহমান
সকলের তরে তুমি সম দয়াবান। -ঐ
অধম আমি তোমার কাছে করি মোনাজাত
ক্বিয়ামতের শেষে দিয়ো জান্নাতী সওগাত
শেষ নবী যেন মোদের করেন শাফা'আত
মিনতির সুরে করি এই ফরিয়াদ। -ঐ

এস গাই তাওহীদের গান

-মুহাম্মাদ জাহাঙ্গীর আলম, সাতক্ষীরা।

এস গাই তাওহীদেরই গান
এস গাই ঈমানেরই গান ॥
ঈমান হ'ল আসল খুঁটি
তার সাথে নাই কোন জুটি
ছালাত, ছিয়াম, হজ্জ ও যাকাত
তাহার-ই কারণ। -ঐ
তাওহীদ হ'ল একত্ববাদ
এছাড়া সব শির্ক বিদ'আত
তাওহীদ ছাড়া মুসলমানের
নাই কোন শ্লোগান। -ঐ
তাই শির্ক-বিদ'আত পায়ে দলে
তাওহীদের পতাকা তলে
আহলেহাদীছ যুব কাফেলা
হইছে আগুয়ান। -ঐ

জাগরে যুবক নওজোয়ান

-যীনাত আলী, রাজশাহী।

জাগরে যুবক নওজোয়ান
দেখরে চাহিয়া, তোরা কে যায় গাহিয়া, খাজা নামের গান
পীর-মুর্শিদের পাড়িয়াছে দোহাই আযাযিল শয়তান। -ঐ
এখনো রইলি বসে, তোরা যে বীর, উঁচু রেখে শির
তলোয়ার ধর কষে।
ভয় কিরে তোর পথ দেখাবে আল্লাহ্‌র দেওয়া পাক কুরআন। -ঐ
তামাম দুনিয়া গিয়াছে ভরিয়া শির্ক ও বিদ'আতে
ইসলাম বুঝি দুনিয়া হ'তে বিদায় নিতেছে
কত কবরে জ্বলেরে প্রদীপ মসজিদে নাই বাতি।
খান্কা মাজারে শিরনী লইয়া উঠেছে সবাই মাতি
এখনো কর ঘুমের ভান। -ঐ
লুটেরার দল লুটলো সবি আর কিছু নাই বাকি
কত রমণী করেছে ধর্ষণ ধর্মের নামে ডাকি।
সাধুর বেশে শয়তান এসে দিচ্ছে কুমন্ত্রণা
তাই শুনিয়া বিপথগামী হচ্ছি কত জনা
উড়াও গগণে তাওহীদি নিশান। -ঐ

দামাল ছেলে সবে মিলে এসো করি এই পণ
শির্ক ও বিদ'আত ভণ্ড পীরের করিব আজ পতন
বুক ফুলিয়ে সামনে চল, আহলেহাদীছ যুবক দল
আমরা যে নির্ভীক বাংলার মাটি হোক লালে লাল;
মোরা আল্লাহ্‌র সৈনিক, আল্লাহ সহায় মেহেরবান। -ঐ

মারহাবা মারহাবা

-মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, জয়পুরহাট।

মারহাবা মারহাবা, মারহাবা মারহাবা
এগিয়ে চল বাংলাদেশের আহলেহাদীছ যুবকদল।
শাহাদতেরই কালেমা নিয়ে চলরে তোরা যুবকদল। -ঐ
ভয় কিরে তুই বীর মুজাহিদ লা-শরীক তোর পরিচয়
বিশ্ব জগৎ হার মানিবে হবে রে তোর হবেই জয়। -ঐ
কালেমারই দিব দাওয়াত, আল্লাহ ছাড়া ইলাহ নাই
কে আছ ভাই হও আগুয়ান এক কাতারে পা বাড়াই।
লক্ষ্য মোদের এক আল্লাহ বহু আল্লাহ্‌র পতন চাই
মুহাম্মাদ রাসূল মোদের আল্লাহ ছাড়া মা'বূদ নাই। -ঐ
শির্ক ও বিদ'আত টুটবো মোরা ভাঙ্গব তাদের যত শির
হানব তাদের কঠোর আঘাত আছে যত ভণ্ড পীর। -ঐ
ঢেলাপীর আর তেনাপীর নেংটাপীর আর আফিমপীর
ভণ্ডদের ঐ আখড়াগুলি ভেঙ্গে দাও হে নতুন বীর। -ঐ

কে মুওয়াযযিন দেয়রে আযান

-মুহাম্মাদ আব্দুস সুবহান, বগুড়া।

কে মুওয়াযযিন দেয়রে আযান জগৎ জুড়ে মিনার চূড়ে
বেলালী সুরের আযান শুনিয়া জাহেলী আঁধার যায়রে টুটিয়া
ইরাক ও ইরানে কুয়েতে আফগানে হাঁকিছে আযান আরও দূরে। -ঐ
তাই আযাযিল বাঁধ সেধেছে, তাক্বলীদের ঐ আফিম হেনেছে
ইবনে উবাই আবার নেমেছে মাঝ দরিয়ায় হাল ছেড়েছে
কলিজা হামযার খায়রে চিবে। -ঐ
ভয় কিগো যামিনী প্রভাত হয়েছে নতুন রবি আবার উঠেছে।
তাই তো আযান পুরাতন সুরে ঝংকারিছে মিনার চূড়ে। -ঐ
জাগরে এবার জাহেলী হ'তে জিহাদেরি পাগড়ী মাথে
শমশের যে তোর পূর্ণ ঈমান, পথ দেখাবে আল্লাহ্‌র কালাম
আল-কুরআনের আলো জ্বালিয়ে, ছহীহ হাদীছের বাতি জ্বালিয়ে
চল মুজাহিদ জিহাদের পানে
জান্নাত যে তোর নয়রে দূরে। -ঐ

এস হে যুবক ও তরুণ

-মুহাম্মাদ আব্দুল মান্নান, সাতক্ষীরা।

এসো হে যুবক ও তরুণ তাওহীদী যুব কাফেলায়
এসো হে যুবক ও তরুণ
বুকে ঈমান লয়ে মুখে কালেমা বলে
বীরের সাজে এসো হে
শাহাদতের তামান্নায়।
অলস হয়ে থেকো না,
সময় হয়েছে এখন। -ঐ
বাতিল আজিকে দুনিয়ায়
জোট বেঁধেছে তারা সবাই
জিহাদী বেশে এস গো,
বাতিল হটানোর তরে
ঘুমিয়ে আর থেকো না,
জাগিয়ে তোল এ ভুবন। -ঐ
'আহলেহাদীছ যুবসংঘ'
ডাকছে তোমায় অহরহ
নবীণ তরুণ এসো হে, শপথ নিয়ে বুকেতে
কুরআন হাদীছের আলোকে,
গড়বো মোদের এ জীবন। -ঐ

হে রহীম হে রহমান

-মুহাম্মাদ আমজাদ হুসায়েন, কুষ্টিয়া।

হে রহীম হে রহমান, হে রহীম হে রহমান
আমরা তো শুধু তোমার গোলাম
তোমারই হাতে মোদের প্রাণ। -ঐ
তোমার হুকুমে যেন চলি সদা
দ্বীন ভিক্ষা মাগি ওহে আল্লাহ
তোমার করুণা কর মোদের দান
হে পাক মেহেরবান। -ঐ
মানুষে মানুষে শুধু হানাহানি
চাপা কান্নায় চলে শুধু কানাকানি
আমরা শুধু তোমার বিধান মানি
হৃদয়ে মোদের কর আলো দান। -ঐ
'রাসূল' আসবে না কুরআনের বাণী
'ওমর' আসবে না তাতো বলনি

ফরিয়াদ করি তোমার দরবারে
একটি ‘ওমর’ দাও দয়াময়
মুছাতে মানুষের অশ্রুবাণ। -ঐ

ভুল ভুল বিলকুল ভুল

-মনছূরুর রহমান, লালমনিরহাট।

ভুল ভুল ভুল শত ভুল বিলকুল ভুল।
শাফা‘আতের কাণ্ডারী মুহাম্মাদ রাসূল। -ঐ
সেই রাসূলের পথ ধরি, ঈমান-আমলের জিহাদ করি।
নির্ভেজাল তাওহীদ আমার সংগঠনের মূল। -ঐ
শতদল ছিন্ন করি, আহলেহাদীছ কায়েম করি।
এসো ভাই জিহাদ করি জিহাদে মকবুল। -ঐ
শির্ক-বিদ‘আতের ঝুঁটি ধরি, আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করি।
রাসূলের নির্দেশ আমার কুরআন-হাদীছ মূল। -ঐ
রায়-কিয়াসের মাথায় বাড়ি, সবাই মিলে কায়েম করি
নির্ভেজাল তাওহীদ আর সুন্নাতে রাসূল। -ঐ

শোন শোন মা ভগ্নিগণ

-শিহাবুদ্দীন সুন্নী, গাইবান্ধা।

শোন শোন মা ভগ্নিগণ শোন পর্দার বর্ণনা
পর্দা করা আল্লাহ্‌র হুকুম কুরআন খুলে দেখ না। -ঐ
সূরা নূরের চার রুকুতে ফরমিয়েছেন রব্বানা
ওগো আমার দ্বীনের নবী বল যারা মোমেনা। -ঐ
দৃষ্টি সদা নিম্নে রাখবে বেগানাকে দেখবে না।
নিজ বাড়ীতে থাকবে সদা পাড়া-গ্রামে ঘুরবে না। -ঐ
মাথা হইতে পা ঢাকিবে অংগের শোভা দেখাবে না।
নিজের ইয্যত রক্ষা করবে যেনা-ব্যাভিচার করবে না। -ঐ
স্বামীর অধিকার সর্ব অঙ্গে কিছুই তাহার নাই মানা
দেবর ভাসূর বোনাই বিহাই দেখা করা চলবে না।
মন দিয়া শোন মা ভগ্নিগণ কে আপন কে বেগানা
কার সঙ্গে করবে দেখা কার সঙ্গে করবে না। -ঐ
পিতা শ্বশুর ভাই ভাতিজা নিজের ছেলে যে জনা
চাচা মামা বোনের বেটা সতীন বেটা এগানা।
অতিবুড়ো অবুঝ ছেলে আর যে নারী মোমেনা
এদের সাথে চলবে দেখা ফরমিয়েছেন রব্বানা।
ক্রীতদাস আর আপন জামাই আপন দাদা আর নানা
এদের সাথে চলবে দেখা কয় দুলালে আমেনা। -ঐ

আর কত কাল খেলবি খেলা

-শিহাবুদ্দীন সুন্নী, গাইবান্ধা।

আর কত কাল খেলবি খেলা ঘরে যাবি কোন সময়
চেয়ে দেখ সবাই ফিরে, আপন আপন নযর করে,
ঐ যে বেলা ডুবে যায়। -ঐ
আপন মনে খেলছো খেলা ওদিকে ডুবছে বেলা
খেলা খেলিয়া মাখছো ধুলা শিশুর মত তামাম গায়। -ঐ
এ ধুলা তো নয় সঠিক ধুলা, শুধু পাপ আর গুনাহর ধুলা
এ ধুলা মাখিয়া কত পাইছে ভীষণ যন্ত্রণা। -ঐ
ছাড় ছাড় ছাড় খেলা, এখনো রয়েছে বেলা
দিন থাকিতে কর সন্ধান নবীর দ্বীন আছে কোন জায়গায়। -ঐ
স্বচ্ছ নদীর জরে ডুবে দেওরে খেলা সব ফেলে
গোসল করে ঘুরে গেলে শুইবে শান্তির বিছানায়। -ঐ
তওবা নদীর পানি দ্বারা ধৌত কর বদন সারা
শিক্ষা কর দ্বীনী এলেম জলদি গিয়া মাদরাসায়। -ঐ

আয়রে তোরা আয়

-আব্দুর রায্‌যাক, রাজশাহী।

আয়রে তোরা আয়, ওরে মুমিন ভাই
রামাযানেরই চাঁদ উঠেছে
কে দেখিবি আয়।
রহমতেরই ধারা নিয়ে এল এ রামাযান
পাপী তাপীদের ধুয়ে মুছে করতে পূণ্যবান।
শয়তানের পায়ে শিকল
পরিয়ে দিয়ে করল বিকল
ওরে দেব না দেব না ছেড়ে এ দুষ্ট কামনায়
কে দেখিবি আয়.....। -ঐ
আল্লাহ হেসে বলবেন ও ফেরেশতা দেখ বান্দাদের
রং বেরঙের খাবার রেখে ছিয়াম কার খাতের?
আমি সেই রোযার নেকী নিজেই দিব
কোনই হিসাব না রাখিব
দিতে পারবি না পারবি না তোরা ছেড়ে দে আমায়
কে দেখিবি আয়....। -ঐ
ওরে ইচ্ছা করে একটি রোযা ছাড়বে যে এ দিনে
পাবে না তার পূর্ণ নেকী কভু এ জীবনে

ফরযের নেকী সুন্নাতে পাবে
এক ফরয সত্তর গুণ হবে।
ক্বদর রাতের বন্দেগীর নেকী
সহস্র মাসের পায়। -ঐ

এলো ঐ পাক মাহে রামাযান

-মুহাম্মাদ নিযামুদ্দীন, কুষ্টিয়া।

এলো ঐ পাক মাহে রামাযান
খুশী তাই সকল মুসলমান। -ঐ
রাখব রোযা সারা দিনে
আ.........আ........
ধনী-গরীব সবাই মিলে
পড়ব নামায করব ছাদাক্বা
মানবো আল্লাহ্র এ ফরমান। -ঐ
রাতে নামায দিনে রোযা
মুমিন তবু রবে তাজা
ঈমান তাকে শক্তি দেবে
কভু হবে না নিষ্প্রাণ। -ঐ
গোনাহ মাফের মাস এসেছে
উপর থেকে ডাক পড়েছে (২)
মুমিন সামনে এগিয়ে এসো (২)
পিছাও পাপী ও বেঈমান। -ঐ

শাহরু রামাযান

-আব্দুর রাযযাক, রাজশাহী।

পুণ্যে ভরা অতুল সাগর শাহরু রামাযান
এই মাসেতে নাযিল হলো পাক আল-কুরআন। -ঐ
শয়তানের পায়ে শিকল এই মাসেরই মর্যাদায়
জান্নাতের দুয়ার খোলে জাহান্নামের বন্ধ হয়
এই মাসেতে পাপী-তাপী পায়রে পরিত্রাণ
শাহারু রামাযান। -ঐ
ওরে পাপী-তাপী ভাই-বোনেরা পাপ মোচনের এলো দিন
ত্রিশটি দিনের ছিয়াম ব্রতে বাজাও সবে প্রাণের বীণ।
সব গোনাহ দূর হবে তোমার, এই সাগরে করলে স্নান
শাহরু রামাযান। -ঐ
ক্বদরের রাত্রি তোমরা ইবাদতে জাগো ভাই
হাযার মাসের নেকী পাবে এতে কোন সন্দেহ নাই

এ'তেকাফে বসে আল্লাহ্র গাওরে সবে গুণগান
শাহরু রামাযান। -ঐ

ঐ দেখ আজ পশ্চিম আকাশে

-আব্দুর রাযযাক, রাজশাহী।

ঐ দেখ আজ পশ্চিম আকাশে আনিল কে বয়ে শুভ সংবাদ,
মুক্ত হইবে মুমিন পাপী ফিরিয়া পাইবে ঈমানের স্বাদ।
পাপ সাগরের অতল তলে
হারায়েছে যারা নেই কোন খোঁজ,
তাহাদের লাগি মাহে রামাযান
মুক্তির দিশা দেয় নিশি রোজ।
নরকের দ্বার রুদ্ধ করিয়া খুলে দিয়ে হায় জান্নাত,
একটু দাঁড়াও হে পাপী তোমায় ডাকিতেছে প্রতি রাত।
ক্ষমা করে দিয়ে তওবাকারীদের করিব আযাদ। -ঐ
ওরে মুজাহিদ জিহাদের লাগি
আর দেরী নয় ছুটে চল দুর্বার।
শিরক-বিদ'আতের যত আস্তানা
করে দে করে দে সব চুরমার
শপথ লও হে বীর মুজাহিদ কায়েম করিতে তাওহীদি রাজ
ইসলামী সমাজ কায়েম করিব বাংলার মাটিতে আজ
তোমাদের লাগি রহিয়াছে বিজয়ের এমদাদ। -ঐ
বিধবা অনাথ দীন-দুখীদের কাঁধে তুলে নেব এই দিন
সাম্য মৈত্রী কায়েম করিব
গড়িব সমাজ ভেদাভেদহীন
রব শান্তির নীড়ে আমরা সদা হয়ে এক দেহ এক প্রাণ
সার্থক হবে ছওম ও ছালাত হজ্জ যাকাতের অভিযান।
আমাদের লাগি হুর গেলেমান করিতেছে কত ফরিয়াদ
কে আনিল বয়ে শুভ সংবাদ। -ঐ

রামাযানের ঐ ডাক এসেছে

-মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম, জয়পুরহাট।

রামাযানের ঐ ডাক এসেছে শোনরে ও ভাই মুসলমান
পাপ কাজ হ'তে বাঁচরে এবার খাঁটি কর ভাই দিল ঈমান।
সারা বছর পাপ করলি যত
হারাম কামাই করলি কত
তওবা করে মাফ চেয়ে নে আল্লাহ বড় মেহেরবান।
নামায পড়ে রোযা রেখে

আল্লাহ্‌র সরল পথটি ধরে
শিরক ও বিদ‘আত ছেড়ে তাওহীদের কালেমা পড়।

বান্দাদের তরে রহমত

-মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম, জয়পুরহাট।

বান্দাদের তরে রহমত করে দিলে পাক মাহে রামাযান,
দিলে পাক মাহে রামাযান
আল্লাহ তুমি রহম করে এ বান্দাদের ত্বরিয়ে নিতে
দিলে পাক মাহে রামাযান। -ঐ
রোয হাশরের কঠিন দিনে
আল্লাহ তোমার রহমত বিনে
পাবে না কেউ নাজাত, আল্লাহ পাবে না কেউ নাজাত
তাই গোনাহগার তোমার দরবারে
ফরিয়াদ করি আল্লাহ বারে বারে
পাই যেন নাজাত
আল্লাহ পাই যেন নাজাত,
বলেন আল্লাহ আল-কুরআনে
ক্বদর রজনীর প্রতিদানে
হাযার মাসের ছওয়াব। -ঐ

রামাযান এলরে দুনিয়ায়

-মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম, জয়পুরহাট।

রামাযান এলোরে দুনিয়ায়
হাযার মাসের ছওয়াব নিয়ে এলোরে রামাযান
কে আছিস ভাই ছুটে চলে আয়
সময় যে বয়ে চলে যায়। -ঐ
একটি মাসের রোযা রাখিলে
অগণিত ছওয়াব মিলে।
কে আছিস ভাই জলদী করে আয়
ছিয়াম যে ডাক দিয়ে যায়। -ঐ
ক্বদর রাত্রি কবুল হ’লে
হাযার মাসের অধিক ছওয়াব মিলে।
কে আছিস ভাই তাড়াতাড়ি আয়
সময় যে বয়ে চলে যায়
ছিয়াম যে ডাক দিয়ে যায়। -ঐ

হে মহীয়ান হে গরীয়ান!

-আব্দুর রাযযাক, রাজশাহী।

হে মহীয়ান হে গরীয়ান হে রহমান!
বিশ্ব জুড়ে তুমি বইয়ে দিলে আজি রহমতের বান
মাহে ছওমের প্রতি দিনে ঝরাও রহম ধারা
দিনে-রাতে মাগফিরাতের বহাও প্লাবন ধারা
বিশেষভাবে নরক হ’তে দাও পাপীদের পরিত্রাণ।
হে মহীয়ান হে গরীয়ান হে রহমান
নয় নয় নয় নয়তো কিছু বিশেষ রহম বিনে
এ বান্দাদের শ্রেষ্ঠ উম্মাত করে দেবে কেমনে।
হাযার মাসের অধিক নেকী একরাতে তাই কর দান
হে মহীয়ান হে গরীয়ান হে রহমান!
প্রতি নেকীর মাহে রামাযানে বাড়ালে সাতশো গুণে
নফলের নেকী ফরযের সম ফরয সত্তর গুণে
ছওমের নেকী নিজ হাতে দিবে কি অসীম অবদান
হে মহীয়ান হে গরীয়ান হে রহমান!

আমাদের যদি কিছু প্রশ্ন থাকে

-মুহাম্মাদ জাহাঙ্গীর আলম, সাতক্ষীরা

আমাদের যদি কিছু প্রশ্ন থাকে
রাগ করে তুমি কি বলবে ওগো
রাখ রাখ অত সব প্রশ্ন রাখ
বেশীর ভাগ লোক দেখ করছেটা কি?
তবু বলি বন্ধু রাগ কর না
সংখ্যা লঘু বলে ঘৃণা কর না।
কুরআন-হাদীছ মেনে চলতে চাওয়া
সেটা অপরাধ তুমি বলবে নাকি?
কৃতজ্ঞ মানুষের সংখ্যা তো কম
বলেছেন আল্লাহ তাহার কালাম
তবুও রাগের স্বরে গোস্বা করে
বেশীর ভাগের দোহাই দেবে না-কি

ফুরিয়ে এলো রামাযানের

-মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম, জয়পুরহাট।

ফুরিয়ে এলো রামাযানের মোবারক মাস
আজ বাদে কাল ঈদ তবু মন হয় উদাস

রোযা রেখে ছিলি হে ঈমানদার মুমিন
দুনিয়াদারী ভুলে ছিলি রোযার ত্রিশ দিন
তরক করে ছিলি তোরা কে কে ভোগ বিলাস।
সারা বৎসর গুনাহ যত করে ছিলি জমা
রোযা রেখে আল্লাহ্র কাছে পেলি সব ক্ষমা
ফেরেস্তারা সালাম দিয়ে বলছে সাবাস। -ঐ

এক ছা‘ করে ফিৎরা দিয়ে যাই

-আব্দুর রাযযাক, রাজশাহী।

মুমিন ভাই এক ছা‘ করে ফিৎরা দিয়ে যাই
পূর্ণ রোযার নেকী যদি আমরা পেতে চাই।
ফিৎরা দিয়ে যাইরে ভাই ফিৎরা দিয়ে যাই
আধা ছা‘ ফিৎরা দেওয়ার ছহীহ হাদীছ নাই। -ঐ
সমাজে যারা মিসকীন-ফকীর
নিযুক্ত এ মালে তাদের খাতির,
ইহাদের লাগি এ মাল বিলিয়ে দেওয়া চাই। -ঐ
ঈদগাহেতে যাওয়ার আগে, ফিৎরা দেরে আগে ভাগে,
নইলে এ ফিৎরা আবার
ছাদাক্বা হয়ে যায়। -ঐ
আহার্য বস্তু যার যা রবে সেটাই দিয়ে ফিৎরা দেবে
টাকা পয়সায় ফিৎরা দেওয়ার
কোন বিধান নাই। -ঐ

এলোরে ঈদুল ফিতর

আব্দুর রাযযাক, রাজশাহী।

এলোরে ঈদুল ফিতর এলো, এলোরে ঈদুল ফিতর
এলোরে ঈদুল ফিতর
ধনী গরীব দীন-দুখীদের নিয়ে খুশীর সমাচার। -ঐ
নতুন নতুন পরিয়ে জামা আমরা এই দিনে
দীন-দুখীদের নিয়ে যাব ঈদগাহ ময়দানে
ফুটবে হাসি সবার মুখে দৃশ্য চমৎকার। -ঐ
রং-বেরংয়ের খাবার খাব আমরা এক সাথে
ছোট-বড় নেই ভেদাভেদ এক পথে।
কাঁধে কাঁধে কাঁধ মিলাব দেখুক বিশ্ব এই বাহার। -ঐ
বড় আল্লাহ সবার বড় আল্লাহ ছাড়া মা‘বূদ নাই

আল্লাহ্র গুণগান করি সবাই বড় তিনি নিশ্চয়
পবিত্রতা সকাল সাঁঝে একই সুরে গাইছি তাঁর। -ঐ

বলেছেন নবী পড়লে তারাবীহ

-আব্দুল মান্নান, সাতক্ষীরা।

বলেছেন নবী পড়লে তারাবীহ
আগের গোনাহ মাফ হয়ে যায়
থাকে যদি ঈমান ছওয়াবের আশায়
পড়লে নামায রাখলে রোযা পাপ রাশি সবই ঝরে যায়। -ঐ
তারাবীহ পড় নবীর তরীকায়
তাড়াহুড়া করে নয় ধীরে ধীরে।
নবীর মত নামায পড়া চাই। -ঐ
বিশ রাক‘আত তারাবীহ্র দলীল কোথায়
জিজ্ঞাসি মোরা বিনীত কণ্ঠে প্রমাণ আছে কোন ঠিকানায়।
আট রাক‘আত তারাবীহ্র ছহীহ হাদীছ পাই
বুখারী ও মুসলিম দিচ্ছেগো তা‘লীম জননী আয়েশার বর্ণনায়। -ঐ

জাগো মুজাহিদ বীর

-মুহাম্মাদ মামূনুর রশীদ, খুলনা।

মুখে নিয়ে তাকবীর ধ্বনি জাগো মুজাহিদ বীর
জাহেলিয়াতের দ্বার ভেঙে কাট যুলুমবাজের শির
জাহেলিয়াত সে তো রায় ও ক্বিয়াস, শিরক ও বিদ‘আত, ফেরক্বা
এরি খপ্পরে পড়ে মানুষ, খাচ্ছে যত ধোঁকা।
ধর্মের নামে অধর্ম আর তাগূতের জয়গান।
নিখিল ভুবন কলুষ করছে বাতিলের শ্লোগান
আর নয় ঘুম, জাগো মুজাহিদ অস্ত্র উঠাও হাতে
জাহেলিয়াতের সব দ্বার ভাঙো জিহাদী বজ্রাঘাতে
বজ্র কণ্ঠে গাহ সবে তুলে জিহাদী দৃপ্ত হাত
মুক্তির একই পথ দা‘ওয়াত ও জিহাদ ॥

দ্বার খুলিদে দ্বার খুলি

-যীনাত আলী, রাজশাহী।

আহলেহাদীছ আন্দোলনে ধন্য আজি এই ধরণী ॥
পদে পদে কুসংস্কার সমাজে নাই বিচার-আচার
বাতিল পথে সবাই চলি। দ্বার খুলিদে দ্বার খুলি (২)

অশান্তির দাবানলে চারিদিকে আগুন জ্বলে
ভাল কাজে মন বসে না শয়তানের কথায় ভুলি ॥
আহলেহাদীছ যুবক দল রোধ করিতে চায় সকল
দূর হবে আঁধার কালো গাহে সে গান বুলবুলি ॥
যুবক দল সব আল্লাহ্‌র বলে হও বলিয়ান
ভয় কিসে গো বক্ষে মোদের আছে আল্লাহ্‌র আল-কুরআন।
আল্লাহ্‌র কাছে প্রাণভরে দো'আ করি মন খুলি ॥ -ঐ

মন চায় উড়ে যেতে

-আব্দুর রাযযাক, রাজশাহী।

মন চায় উড়ে যেতে ঐ সে কাফেলায়
যেখানে দা'ওয়াত ও জিহাদ নবীর তরীকায় ॥
যেখানে অহি-র বিধান, বাতিলের রয় না নিশান,
সে পথে শহীদ হব বেহেস্তের আশায় গো ॥
যে পথে শিরক ও বিদ'আত হইতেছে জোরছে নিপাত
যেথা রয় রেযা তোমার, আল্লাহ নিয়ে যাও সেথায় ॥
যে পথে নবী-রাসূল চলিয়া হইল মকবুল।
সে পথেরি দাঈ দলে আল্লাহ কর আমার ঠাঁই ॥

আহলেহাদীছ যুবকদল

-আব্দুস সুবহান, বগুড়া।

আহলেহাদীছ যুবকদল সম্মুখ পানে এগিয়ে চল,
দা'ওয়াত ও জিহাদ ছাড়া কেমনে পাবি নাজাত তোরা
সম্মুখ পানে চলরে ছুটিয়া, মুক্তির গান যাওরে গাহিয়া ॥
নমরূদ আর রোহবান যত শিরক-বিদ'আত করছে কত
ফেরাঊন আবু জেহেল শত এই জাহানে ঘুরছে কত
যথা তথা করছে যুলুম দেখরে চাহিয়া ॥ সম্মুখ পানে.....।
বজ্র হাতে ধরবে রশি যালেমের খঞ্জর পড়ুক খসি
নারায়ে তাকবীর ধ্বনি উঠুক কেঁপে এই ধরণী
ঊর্ধ্বে তুলে আল্লাহ্‌র বাণী যাওরে গাহিয়া ॥ সম্মুখ পানে.... ॥
হানরে আঘাত গর্দানেতে ঝরুক লহু এই ধরাতে
আযাযিলের দোসর মস্তক হৌক ভূলুণ্ঠিত
বীর মুজাহিদ চলরে গাহিয়া ॥ সম্মুখ পানে.......... ॥
কুফরিতে যারা উঠিছে মাতি, নিভে দে তাদের কবরের বাতি
শয়তানের আখড়া ভেঙেচুরে শিরনী মানত ফেলরে দূরে ॥
সম্মুখ পানে... ॥

হোক সব যালেমের পতন, ঐ চেয়ে দেখ কালেমার কেতন
নতুন রবি উঠল এবার নেইতো সময় আর ঘুমাবার
তাক্বলীদের ঐ মিথ্যা মোহ যাক রে টুটিয়া ॥
সম্মুখ পানে.... ॥

চলরে যুবক

-মুহাম্মাদ নিযামুদ্দীন, কুষ্টিয়া।

চলরে যুবক চলরে চল আহলেহাদীছ দলরে,
আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে বাঁচাই সমাজ রসাতল রে।
কেউ করে বিজাতীয় তাক্বলীদ কেউ করে স্বজাতীর
বৈষয়িক জীবনে নাস্তিক্যবাদ হীন স্বার্থের খাতির।
ওরে ছেড়ে দে তুই ওসব তরীকা ছহীহ সুন্নায় আয় রে। -ঐ
কালি মাখা সে সমাজে কলংকের ছড়াছড়ি,
শিরক-বিদ'আত কুসংস্কারের যত বাড়াবাড়ি।
ওরে ছেড়ে দে তুই এমন সমাজ, মধ্যম পন্থায় আয়রে। -ঐ
মাঝ দরিয়ায় উঠলে তুফান বিপদ হবে ভারী
সৎ আমল বিনে পাবি না সেথা মাঝি না কাণ্ডারী
ওরে হর বিপদে নাজাত পেতে চল অহি-র পথে যাইরে ॥

বুকে কুরআন মাথায় কাফন

-আব্দুর রহীম, যশোর।

বুকে কুরআন মাথায় কাফন হাতে ধরি তলোয়ার
আল্লাহ্‌র হুকুম কায়েম করব আমরা সবে নওজোয়ান (২)।
চলবো মোরা ছিরাতে মুস্তাক্বীমে বক্রপথে চলবো না
ভণ্ডদের সংগী হয়ে ত্বাগূতের দলে ভিড়ব না ॥
পীর পূজা আর কবরপূজা ফেরকাবন্দীর আস্তানা
ভেঙে চুরমার করব মোরা, বিশ্বের বুকে রাখব না ॥
তাই বলি আহলেহাদীছ যুবকদল, কর 'যুবসংঘে' যোগদান
চল্ এগিয়ে সামনে তোরা খালেদের মত নওজোয়ান
চল্ এগিয়ে সামনে তোরা তারেকের মত নওজোয়ান ॥

আহলেহাদীছ ডাক দিয়ে কয়

-আমীরুল ইসলাম মাষ্টার, রাজশাহী।

আহলেহাদীছ ডাক দিয়ে কয় আয়রে তোরা আয়!
এক কাতারে হওরে শামিল বিশ্বের মুসলিম ভাই।
এক কা'বা এক কুরআন মানি, এক আল্লাহ এক রাসূল জানি।

তবে কেন দলাদলির লইব আশ্রয়। -ঐ
শিরক ও বিদ‘আত মিটিয়ে দিয়ে তাওহীদের পথটি বেয়ে
এক সারি এক কাতার হয়ে আল্লাহ্‌র পথে যাই।
আয়রে তোরা আয়.........।
মাযহাব-ফিরকার এই ভেদাভেদ, ভেঙ্গে দিয়ে সকল বিভেদ
আল-কুরআন ও ছহীহ হাদীছ নিয়ে এক হ’তে আজ চাই।
আয়রে তোরা আয়.......।

মরতে হয় যদি মরব

-জালালুদ্দীন, কুমিল্লা।

মরতে হয় যদি মরব, সারাটা জীবন আমি লড়ব
এই ভাবে আক্বীদার সংশোধন করব
চারদিকে সব যে ভীরুর মেলা।
সত্যের ডাক এলে করে হেলা
আমি হব নাকো তাদের মত
শাশ্বত ইসলাম করতে প্রচার
জান্নাত বিনিময়ে জীবন বিলাব ॥ ঐ
আমি তেজোদীপ্ত বীর তরুণ,
আবার জাগাব বিশ্বে সেই নবীর অরুণ
বাতিলের হুংকার করব যে খর্ব ॥ ঐ

যার যা আছে তাই নিয়ে

-যীনাত আলী, রাজশাহী।

যার যা আছে তাই নিয়ে আজ ঝাঁপিয়ে পড় রণে।
ও ভাই ঝাঁপিয়ে পড় রণে- (২)
আবাল-বৃদ্ধ সবাই মিলে ঝাঁপিয়ে পড় রণে ॥
ও ভাই ঝাঁপিয়ে পড় রণে (২)
কোন বাধা মানব না, শত্রু সেনাদের হানা
জীবন মরণ বাজি রেখে লড়াই তাদের সনে ॥-ঐ
ঘরে বসে থাকব না, আর কি আছ ভাবনা
ইসলামী দ্বীন কায়েম করব পণ করেছি মনে ॥ -ঐ
কবর পূজা চলবে না, পীর-ফকীরের আস্তানা
শক্ত হাতে করব দমন আল্লাহ্‌র যমীনে ॥-।
ও ভাই ...... (২ বার)।

ভয় নেইতো মোদের অন্তরে

-আব্দুর রাযযাক, রাজশাহী।

ভয় নেইতো মোদের অন্তরে
মুজাহিদ বেশে থাকব সদা রণ প্রান্তরে
কভু নয়তো শ্রান্ত রে ॥-ঐ
নামে নামুক রক্তের ঢল
আমরাই তো আহলেহাদীছ যুবক দল
ওরে চল এগিয়ে সামনে তোরা বীর সৈনিক নওজোয়ান ॥
হবেই হবে সত্যের জয় ওরা ভ্রান্ত রে। -ঐ
করবে করুক যতই কৌশল
দিয়ে যাই তাকবীর ধ্বনি হবে রে অচল
বক্ষে তোদের খাঁটি ঈমান থাকলে অটুট মনোবল ॥
বিশ্ববাসী হার মানিবে যুগ-যগান্তরে ॥ -ঐ
শিরক-বিদ‘আত আর কুসংস্কার
করব তো আমরা তাওহীদে ছারখার
বাতিলদের আস্তানা সব ভেঙ্গে করব চুরমার ॥
জ্বলন্ত বিশ্ব অহি-র সুধায় করব শান্তরে, করব শান্তরে ॥ -ঐ

তোমরা ভুলেই গেছ

-জাহাঙ্গীর আলম, সাতক্ষীরা।

তোমরা ভুলেই গেছ বীর শহীদদের নাম
তারা আজ জান্নাতেরি ফুলবাগেতে অতিথি ভ্রাম্যমাণ
রাহে লিল্লাহ করেছে তারা জীবন কুরবান। -ঐ
বদর-ওহোদ-খন্দকে তারা বিলিয়ে দিয়ে প্রাণ
রক্ত দিয়ে মিটিয়ে দিল কুফর ও শয়তান
পবিত্র করলো যমীন বাড়ল মুমিন
প্রতিষ্ঠা পেল আল-কুরআন । -ঐ
আজ তাদেরি উত্তরসূরি ওগো মুসলমান
জিহাদ থেকে বিমুখ তুমি পঙ্গু ম্রিয়মান
দেখো না সুদূর অতীত ডাক দিয়ে কয়
দাওয়াত ও জিহাদ তোমার আল্লাহ্‌র ফরমান ॥

এসো হে তরুণ

-মাহমুদুর রহমান, বগুড়া।

এসো হে তরুণ এগিয়ে এসো ঈমানী মশাল হাতে
এগিয়ে এসো তাওহীদী পথে বাধা যত আসুক তাতে।
জাহেলিয়াতের গাঢ় আঁধারের কাল বেড়াজাল ছিঁড়ে

হে তরুণ জলদি এসো মুক্তির পথে ফিরে।
কাটিয়ে এসো ভ্রান্তি আর ভেদাভেদ সংশয়
জিহাদী পথে এসো এগিয়ে, নেই তোমাদের ভয় ॥
দৃঢ়চিত্তে এসো হে তরুণ করো নাকো সংশয়
ভরসা মোদের মহান আল্লাহ্‌র আমাদের হবে জয় ॥
যৌবনের এ রক্ত মোদের আমানত আল্লাহ্‌র
অন্ধের মত বাতিলের পিছে ছুটব না তাই আর ॥
হক-এর সাথে বাতিলের যতই বাধুক না সংঘাত
আল্লাহ্‌র দ্বীন কায়েম করতে হাতে মিলাব হাত ॥
বাতিল শক্তি চূর্ণ করতে হানব বজ্রাঘাত
মুক্তির একই পথ দাওয়াত ও জিহাদ ॥

কোন দিন দেখিনি তোমারে

-শফীকুল ইসলাম, জয়পুরহাট।

কোন দিন দেখিনি তোমারে
সাধ আছে মনে, দেখিব কেমনে
দু'নয়ন ভরে.....। -ঐ
শেষ বিচারের কঠিন ওয়াক্তে বিচার করার পরিবর্তে
ক্ষমা করে দিয়ো ওগো প্রভু
মাফ করে দিয়ো অভাগারে। -ঐ
মনে বড় আশাবান জান্নাত দিবেন রহমান
দীদার পাইব সেথা তৃপ্তি সহকারে ॥ -ঐ

কি হবে গো মৃত্যুর পরে

-খলীলুর রহমান, জয়পুরহাট।

যদি কুরআন-হাদীছ না মানি জীবনে
কি হবে গো মৃত্যুর পরে?
কবরের মাঝে কি দিব জওয়াব (২)
মুনকির-নাকীরের তরে ॥ কি হবে....
চার মাযহাবকে ফরয জেনেছি
এক মাযহাবের আমল করেছি
কুরআন-হাদীছের দিকে, দেখিনি তো ফিরে ॥ কি হবে....
এক সাথে তিন তালাক দিলাম, তওবা করে বউ ঘরে নিলাম
ইমাম ছাহেবের ফৎওয়া পেলাম, ঘরের বউ পরকে দিলাম
এমনি বিধান কভু ইসলামে হ'তে পারে? কি হবে.....
মৃত্যুর শিয়রে বসে জানলাম আলেমদের পরশে

চার মাযহাব নাই কুরআন-হাদীছে
ইমাম ছাহেবকে জিজ্ঞেস করলাম
বলেন আছে ফেক্বাহ-তে ॥ কি হবে....

হাদীছ ভেবে

-খলীলুর রহমান, জয়পুরহাট।

হাদীছ ভেবে ভুল করে জীবনে আমি কত আমল করিলাম
বিনিময়ে পরকালে আমলের খাতায় শূন্য পেলাম।
মীযানের পাল্লায় শূন্য পেলাম। -ঐ
নিজের ঘরে রেখে অহি-র কালাম
শুনলাম শুধু মোল্লার বদনাম
অন্ধ থাকায় ছহীহ হাদীছ নাহি চোখে দেখলাম। -ঐ
আলো ভেবে কিছু আলেমদের পিছে
ঘুরেছি শুধু মিছে মিছে
জীবন সন্ধ্যায় ছহীহ হাদীছ নাহি আমি মানলাম। -ঐ

মোরা আহলেহাদীছ

-খলীলুর রহমান, জয়পুরহাট।

মোরা আহলেহাদীছ সত্যের সেনা, ভয় করি না
দাওয়াত ও জিহাদে নামতে (২) মোরা ভয় পাই না ॥
অন্ধ তাক্বলীদ করে হারাচ্ছ রে ঈমান
কুরআন হাদীছের তুই করলি না সন্ধান
যারা মুসলিম কুরআন-হাদীছ ছাড়া কিছু বুঝে না ॥ -ঐ
অহি-র উপর বাতিলেরা করছে যখন আঘাত
বাতিলদের সঙ্গে তুমি করছ তখন আপোষ
যারা মুসলিম বাতিলের সাথে আপোষ করে না ॥ -ঐ

হক্ব বুঝে তুই হক্বের প্রতি

-আব্দুর রাযযাক, রাজশাহী।

ও মন হক্ব বুঝে তুই হক্বের প্রতি আমল কেন করলি না
তোর হেলায় খেলায় কাটলো জীবন একবার ভেবে দেখলি না ॥
ছালাত-ছিয়াম, হজ্জ-যাকাতে
গাফলতি তোর সবখানেতে
বিধান মতে গড়তে জীবন সুপথ চিনেও ধরলি না ॥ -ঐ
মুখে দাবী করিস মুমিন

পাপে ডুবে থাকলি চিরদিন
তোর ঈমান যে সব লুটে নিল (২) কিছুই খেয়াল রাখলি না ॥ -ঐ
করলি যদি কিছু আমল
ও তোর ব্যক্তি জীবনে সে কেবল
ওরে বৈষয়িক জীবনে নাস্তিক তুই স্বার্থ ছাড়তে পারলি না ॥ -ঐ
ছেড়ে দে তুই জুয়াচরি
বাজলো যখন মরণ ঘড়ি
ওরে সবই যে তোর পড়ে রবে বুঝেও কেন বুঝলি না ॥ -ঐ

মুজাহিদ জিহাদে মন ঢালো

-আব্দুর রাযযাক, রাজশাহী।

মুজাহিদ জিহাদে মন ঢালো (২বার)
সকল আঁধার ঘুচবে জগৎ হবে আলোয় আলো ॥ -ঐ
লুটতরায আর চাঁদাবাজি বোমাবাজি থাকবে না
নারী নির্যাতন নারী ধর্ষণ যৌতুকের পণ চলবে না
শিশুপাচার নারীপাচার
বন্ধ হবে সব অনাচার
শান্তি আবার ফিরবে ভুবন করবে ঝলমল ॥ -ঐ
ঘুষখোরী আর জুয়াচুরি শারাবখোরীর আস্তানা
চুরি-ডাকাতি হাইজ্যাক-হরণ এসব নিত্য ঘটনা
সন্ত্রাস আর খুনাখুনি
সম্ভ্রম নিয়ে টানাটানি
আল-জিহাদে নিপাত যাবে গড়বে সমাজ ভাল ॥ -ঐ
আল-কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মহা শান্তির বিধান
কায়েম করে বইয়ে দাওরে বিশ্বে শান্তির বান
উপড়ে ফেল জাহেলিয়াত
বাতিলদের কর ধূলিস্যাৎ
আজ শান্তির জন্য ত্রাহি ত্রাহি বিশ্ব এলোমেলো ॥ -ঐ

ভাবো নিরালায়

-আব্দুস সাত্তার, বগুড়া

ভাবো নিরালায় গযব কেন-রে দুনিয়ায়
শান্তি কেন নাইরে দুনিয়ায়?
টিভির বাজার গরম হ'ল পূজার মেলায় মানুষ যায়
নামায-রোযার ধার ধারে না যাকাত ছাড়া ধন বাড়ায়
সূদের টাকায় বড় হ'ল নারী পুরুষ সব জনায়। -ঐ

নেশায় বাজার গরম হ'ল ছেলে-মেয়ে সবাই খায়
পিতা-মাতার ধার ধারে না যেথায় খুশি সেথায় যায়।
হারাম টাকায় হজ্জ করে ঈমানদারীর ভাব দেখায়। -ঐ
মেয়েরা কয় স্বাধীন হ'লাম পর্দার আর দরকার নাই
পর্দা করে কি করিব যেথায় খুশি সেথায় যায়।
শহর হ'তে শুরু করে গ্রাম-গঞ্জে সব জায়গায়। -ঐ
নারীর দখল ঈদের বাজার ধর্মসভায় মানুষ নাই
গীবত করা, চোগলখুরি, ডিমান্ড ছাড়ে কয় জনায়
ছেলে মেয়েকে গান শিখায়ে ভিসিপি দেখে রাত কাটায়। -ঐ

কোন সুরে কে আযানের

-আব্দুর রাযযাক, রাজশাহী।

কোন সুরে কে আযানের ডাক দিয়ে যায়
মনের পাখিটা আর থাকিতে না চায় (২)
কে হাঁকিল এমন সুর
কথাগুলি কি মধুর
বিশ্বস্রষ্টা দয়াল আল্লাহ তাঁরই মহিমায় ॥ -ঐ মনের...
আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার
ডাক দিয়ে যায় বারংবার
আল্লাহ বিনে ত্রিভুবনে উপাস্য কেউ নাই ॥ -ঐ মনের...
এসো ছালাত কায়েম করি
এসো মুক্তির সুপথ ধুরি
মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ স্বাক্ষ্য দিয়ে যাই। -ঐ মনের...
মসজিদের ঐ মিনার চূড়ে
হাঁকে নিত্য করুণ সুরে
সেই সুরেতে পাগলপরা কুল মাখলূকাত হায় ॥ -ঐ মনের পাখিটা...

একটি জান্নাত আমার কাম্য

-আব্দুল মান্নান, সাতক্ষীরা।

একটি জান্নাত আমার কাম্য
যে জান্নাতের তরে রাসূল জিহাদ করেছেন অদম্য
জান্নাত সেতো ঘরে বসে পাওয়ার নয়
প্রয়োজনে জীবন হবে বিনিময় ॥
তাহার লাগি মনের মুকুরে গড়েছি এক অনণ্য ॥
এসো সবাই জিহাদ করি কুরআন-হাদীছের জন্য

জিহাদ যদি কবুল করেন আল্লাহ
জান্নাত দিবেন তাতে কোন সন্দেহ নাই
সেই জিহাদে আমি যেন হ'তে পারি গণ্য ॥
আল্লাহ তুমি কবুল কর অধমের এই ফরিয়াদ
শাহাদতের দরজা যেন আমি পাই
সেই কাতারে দিয়ো ওগো মোরে ঠাঁই
দো'আ আমার কবুল করো আমি এক নগণ্য ॥

কুরআন হাদীছ কোন দিন ভুল না

-খলীলুর রহমান, জয়পুরহাট।

কুরআন হাদীছ কোন দিন ভুল নারে
ছহীহ হাদীছ কোন দিন ছেড়ো নারে
ভুল বুঝিয়া যদি ভুলে যাও সবি
আহলেহাদীছ আন্দোলন ভুল নারে ॥-ঐ
মৃত্যুর কথা যদি কারো মনে পড়ে
অহি-র বিধান তব রেখ স্মৃতি পরে
জাল হাদীছের বেড়াজালে নিজেকে জড়ায়ো না ॥ -ঐ
পরকালের কথা যদি কারো মনে জাগে
শেরেকী আমল ছাড়ো ওগো মৃত্যুর আগে
বিদ'আতী আমল ছাড়ো ওগো মৃত্যুর আগে।
মাযহাবী ফেরক্বাতে পড়ে পরকাল হারাইয়ো না ॥ -ঐ
নাজাতের আশা যদি কর পরকালে
দা'ওয়াত ও জিহাদ কর কলহ দ্বন্দ্ব ভুলে
দা'ওয়াত ও জিহাদ ছাড়া মুক্তি পাবে না ॥ -ঐ

আমি অন্ধকার কবরে

-মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম, জয়পুরহাট।

আমি অন্ধকার কবরে আছি বড় বিপদে
বাহিরের মানুষ কাজে লাগে না। -ঐ (২বার)
সোমবার আর বৃহস্পতিবার দো'আ কবুলের দিন বার
কেন গো দো'আ তোমরা করো না...। -ঐ
কবরেতে আছে যারা শুধু দো'আ চায় তারা ...।
দো'আ ছাড়া অন্য কিছু চায় না ...। -ঐ
জান্নাতের সুগন্ধি কেমন আমি জানি না,
জাহান্নামের আগুন চোখে পড়ে না,

শুনেছি, জাহান্নামের আগুন বড় ভয়ের কারণ (২)
আল্লাহ তুমি জাহান্নামে দিয়ো না ...। -ঐ
দুনিয়াতে আছ যারা কবর পূজা ছাড়ো তারা,
দুনিয়াতে আছ যারা পীর পূজা ছাড়ো তারা,
না ছাড়িলে জান্নাত পাওয়া যাবে না।
জান্নাতের সম্বল নেকী হ'ল আসল ধন।
জান্নাতের সম্বল ছালাত হ'ল মূলধন।
ছালাত ছাড়া জান্নাত পাওয়া যাবে না। -ঐ

ও মদীনা ফিরিয়ে দে

-আব্দুর রাযযাক, রাজশাহী।

মদীনা..... মদীনা....।
ও মদীনা ফিরিয়ে দে মোর শ্রেষ্ঠ নবীজীরে (২)
ও তাঁর মুহাব্বতে দিতাম চুমু, মুহাব্বতে দিতাম চুমু
ব্যাকুল হৃদয় ভরে। -ঐ
এমন নবী এই জগতে আসবে না আর কভু।
সৃষ্টির সেরা বিশ্বের রহমত করলেন যারে প্রভু (২)
সেই নবীজীর আগমন, শয়তান পাপীর জ্বালাতন,
হেজায থেকে নিপাত গেল (২) মূর্তি পুজা চিরতরে। -ঐ
আজ অশ্লীলতায় বর্বরতায় সব গিয়েছে ছেয়ে
তাই জ্বলন্ত অশান্ত বিশ্ব তারই পানে চেয়ে।
নিকৃষ্ট আজ আশরাফুল, ধ্বংস প্রায় মানবকুল (২)
তাঁর আদর্শে একমাত্র সব মুক্তি পেতে পারে। -ঐ

অন্তরের অন্তর্যামী

-বেগম সেলিনা আখতার, ঢাকা।

অন্তরের অন্তর্যামী আছ তুমি কোন খানে (২)
তোমাকে খুঁজে ফিরি এখানে-ওখানে। -ঐ
হৃদয়েতে আছ তুমি জানি ওগো দয়াময় (২)
তুমি যে আমার কাছে (২) চির জ্যোতির্ময়। -ঐ
তোমাকে স্মরণ করে পড়ি ওগো নামায (২)
তুমি সদা বিরাজিত মালিক মহারাজ। -ঐ
যদিও কখনও পাপ করি কোন খানে (২)
ক্ষমা করে দিও প্রভু (২) তুমি নিজ গুণে। -ঐ

কুরআন শিক্ষা কর মুসলমান

-শিহাবুদ্দীন সুন্নী, গাইবান্ধা।

কুরআন শিক্ষা কর মুসলমান হাদীছ শিক্ষা কর
নভেল-নাটক ছেড়ে দিয়ে আল্লাহ্‌র কালাম পড়।
ছালাত শিক্ষা কর মুসলমান ছিয়াম শিক্ষা কর
নভেল-নাটক ছেড়ে দিয়ে আল্লাহ্‌র কালাম ধর।
যার সীনাতে আছে কুরআন নাইতো তাহার ডর,
কুরআন ছাড়া হৃদয়খানি শয়তানেরই ঘর ॥
কুরআন মোদের মাথার মুকুট কুরআন মোদের মূল
ছেড়ো না ভাই আল্লাহ্‌র কালাম হারাবে দু'কুল ॥ -ঐ
জ্বালাও সবে দ্বীনের বাতি বাঁধিয়া কোমর
ঈমান তাযা কর সবে থাকিতে ওমর
ও তোর মাটির দেওয়া দেহখানি মাটিরই গঠন
শ্বাস ফুরালেই হবে মাটি রাখিও স্মরণ ॥ -ঐ

বল ও দরদী আল্লাহ

-আব্দুর রাযযাক, রাজশাহী।

বল ও দরদী আল্লাহ-গো
কেমনে খেলি তোমার প্রেমের খেলা। -ঐ
দাও আমারে প্রেমের বিষয় জ্বালা।
ও তোমায় দেখার আশে পাগল হইলাম গো (২)
সদায় মন আমার উতালা ॥
দাও আমারে প্রেমের বিষম জ্বালা। -ঐ
নবী ওলী প্রেম করিতে ভুল করেনি কোন মতে (২)
ও সবাই প্রেমের সাগড় পাড়ি দিল গো (২)
আমি রইব কি একেলা?
দাও আমারে প্রেমের বিষম জ্বালা। -ঐ
চাই না তোমার কিছু দয়াল এই পাগলের তরে,
একটু দেখা দিয়ো শুধু সেদিন দয়া কওে, আল্লাহ সেদিন দয়া কওে কওে।
এই আমার আশা ভরসা, আমি দয়াল নামে নই নিরাশা ২)
যেন তোমার প্রেমে বাঁচি মরি গো (২)
মেনে তোমার বিধান মালা
দাও আমারে প্রেমের বিষম জ্বালা। -ঐ।

****

মুজাহিদের সকল ধন প্রাণ

-আব্দুর রাযযাক, রাজশাহী।

মুজাহিদেরী সকল ধন-প্রাণ
জান্নাতের বিনিময়ে ক্রয় করেছেন রহমান।
তাওরাত ইনজীল আল-কুরআনে
এই মহা কল্যাণ প্রদানে
এদেরই শুধু এমন ওয়াদা দিলেন রহমান। -ঐ
শত স্তর বিশিষ্ট জান্নাত
আকাশ ভুবন স্তরে তফাৎ
সেই গগণ চুম্বি মুক্তা মহল
তারাই সেটা পাবে কেবল
জিহাদে যে সকল কিছু করেছে কুরবান। -ঐ
পাপমুক্তি আর আল্লাহ্‌কে দর্শন
সত্তর জনের শাফী এ জন
নাই গোরে আযাব হাশরে ভয়
ইয়াকুতের তাজ রবে মাথায়
এর পরেও পাবে হর মুজাহিদ বাহাত্তর হূর প্রতিদান
জান্নাতের বিনিময়ে ক্রয় করেছেন রহমান। -ঐ

ছেড়ে দে মন দুনিয়াদারী

-আব্দুর রাযযাক, রাজশাহী।

ছেড়ে দে মন দুনিয়াদারী নইলে পরে
বুঝবি যেদিন ধরবে কষে তোরে সেই অন্ধকার কবরে
জিজ্ঞাসিবে মুনকার নাকীর করবে নাতো কারু খাতির।
কে প্রভু কে নবীরে তোর, ছিলি কোন দ্বীনের উপরে
সব উত্তর দিবে খাঁটি ঈমান যার অন্তরে,
থাকলে সাথে ঈমান-আমল ভয়কি রবে তারে।-ঐ
বলবেন হেঁকে আল্লাহ তা'আলা মোর বান্দা সত্য না দাও জ্বালা
জান্নাতী বিছানা বিছাও পোষাক পরাও তারে।
দ্বার খুলো জান্নাতের পানে দেখুক নয়ন ভরে
আসবে সুবাস হবে রে গোর উজ্জ্বলিত নূরে। -ঐ
উত্তর যদি না হয়রে তোর, মারবে গুর্জ এতইরে জোর
গুঁড়িয়ে দিবে সত্তর গজ মাটির ভিতর,
বিষাক্ত সাপ বিচ্ছু দংশন করবে বারংবারে
ফল কি পাবি কেন্দে সেদিন বিকট চিৎকারে।
বুঝবি সেদিন ধরবে কষে তোরে, সেই অন্ধকার কবরে।

তোমরা হওগো মুসলমান

-খলীলুর রহমান, জয়পুরহাট।

তোমরা হওগো মুসলমান তোমরা হওগো আগুয়ান
সব ফের্কা ছেড়ে দিয়ে কুরআন-হাদীছ মান,
সব ফের্কা বাতিল করে অহি-র বিধান মান।
শিক্ষা কেন্দ্র ভরে গেছে ক্বিয়াস আর ফিক্বায়
কুরআন-হাদীছ ছাড়া তারা পড়েরে ফিক্বাহ
ছহীহ হাদীছ ছাড়া তারা মানেরে ফিক্বাহ ॥
ওদের আনরে ফিরে আন। -ঐ (২বার)
অন্ধকারে ভরে গেছে মোদের বাংলাদেশ
নামায-রোযা নাইতো তাদের ধরেছে ঠাকুরের বেশ।
তাসবীহ হাতে নিয়ে ওরা সেজেছে দরবেশ ॥
ওদের আনরে ফিরে আন। -ঐ (২বার)
মুসলমানের পরিচয় ওদের নাইরে কোন কাজ
সুন্নাতকে ছেড়ে দিয়ে মানেরে বিদ'আত ॥
ফরযকে ছেড়ে দিয়ে দেখায়রে দেমাগ
ওদের আনরে ফিরে আন ॥ -ঐ (২বার)

কতই রঙ্গে সাজোরে মন

-মাষ্টার আব্দুর রহীম, জয়পুরহাট।

কতই রঙ্গে সাজোরে মন কতই রঙ্গে সাজো
পরপারের ভাবনা কিছু ভাবার মত ভাব ॥
হিসাব নিকাশ রাখলি না মন দিন যে গেল ফাঁকি
ভেবে দেখ মন বসে বসে আর কটা দিন বাকী ॥ -ঐ
রং-তামাশার দুনিয়ায় রঙ্গের খেলা খেলি
যেতেই হবে পরপারে শূন্য দু'হাত মেলি ॥
ডাকে নবী ওমর আলী
দূর মদীনায় ডাক পরপারে
এলো যে শূন্য তোমার ডালি ॥
এখনো ভাই আছে সময় খাতা কলম ধরি
নিজের হিসাব নিজেই রেখে ব্যক্তি জীবন গড়ি ॥

ও দরদী আল্লাহ্রে

-আব্দুর রায্যাক, রাজশাহী।

ও দরদী আল্লাহ্রে আমার, নাই পারের সম্বল আল্লাহরে-
মরি আল্লাহ ভাবিয়া রে, পার কর দয়াল আল্লাহ্রে

হাট করতে আসলামরে ভবে ঈমান পুঁজি লইয়া
চোর যে ছিল ওঁৎ পাতিয়ারে আল্লাহ (২)
সব নিল লুটিয়া আল্লাহ্রে...মরি আল্লাহ (ঐ)
আমি খালি হাতে ঘুইরারে বেড়াই, নেই তো বেচাকেনা। (২)
তুই পুঁজির হিসাব চাইলে পরে রে আল্লাহ, কি করি বাহানা আল্লাহ্রে
মরি আল্লাহ ভাবিয়ারে... ঐ
দে পুঁজি বাড়াইয়ারে আল্লাহ, হবে না অবহেলা। (২)
তুই পুঁজির হিসাব চাইলে পরে রে আল্লাহ
কি করি বাহানা আল্লাহরে; মরি আল্লাহ ভাবিয়ারে।
রোজ হাশরের কঠিন দিনে যে দিন কেউ রবে না...
তোর দয়া আর রহম বিনে-রে আল্লাহ (২)
কেহই পার পাবে না আল্লাহ্রে। পার কর... ঐ

ইহকালে পরকালে

-আব্দুর রাযযাক, রাজশাহী।

ইহকালে পরকালে চাও যদি ভালরে মুমিন ভাই
কুরআন ও হাদীছের পথে চলো
আল্লাহ-রাসূলের পথে চলো। -ঐ
বিশ্ব শান্তির নিশ্চয়তা শুধু এ পথে
সকল কিছুর হক্ব সমাধান পাবে এখানেতে
চাইলে কিছু এ পথে চাও আল্লাহ্র দরবারে
তারেই শুধু সিজদা করো চাওরে ক্ষমা তারে
ওরে রিযিক দাতা তারেই জান,
তারই পথে চলোরে মুমিন ভাই। -ঐ কুরআন...
আঁকড়ে ধর এ দু'টিরে কভু ছেড়ো নারে
সরল পথে থাকবে কায়েম ভ্রষ্ট হবে নারে।
মানব সৃষ্ট যে কোন পথ সবই যে ভ্রষ্টতা
দ্বীনের নামেই হোক অথবা হোক না নাস্তিকতা
হেথা নাই পুণ্য নাই শান্তি কোনই
শুধুই আঁধার কালো রে মুমিন ভাই। -ঐ কুরআন...
কে না জানে শয়তান পাপীর বন্দেগীর সমাচার
একটি হুকুম অস্বীকারে সব হ'ল ছারখার, হায়রে সব হ'ল ছারখার।
গাউছ-কুতুব, পীর-ওলী আর মাযহাবের দোহাই
অস্বীকার কর নিত্য হুকুম একবার ভাব নাই
ওরে কিবা জবাব দিবে সে দিন
ফল কি পাবি বলরে মুমিন ভাই। -ঐ কুরআন...

এ আবার কোন জ্বালা

-আব্দুল হক, বগুড়া।

এ আবার কোন জ্বালা মুসলিম মুখে জম তালা
চারিদিকে শয়তানের খেলা কথা বলে না
কথা বলে নারে কেন কথা বলে না
কথা বলার কেন ওরা সাহস পায় না ॥
রাষ্ট্রশক্তি সব নিল শয়তান আসিয়া
সবার মনে দিল তারা শিরক বসাইয়া
কেউবা করছে মূর্তি পূজা দাফন করিয়া ॥ -ঐ
ওরা ইসলামকে সমাজ থেকে ধ্বসে দিল
গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র কায়েম করিল।
পীরতন্ত্র এরি ফাঁকে বসিয়ে নিল
মাযহাবী তন্ত্রেতে আবার ঈমান আনিল ॥ -ঐ
ওরা আল-কুরআনের কথা শুনে করে বাহানা
ছহীহ হাদীছকে করে মানতে মানা
পীর-পুরোহিত মানে ওরা ষোল আনা
বিশাল সমাজের দোহাই মোটেই ছাড়ে না ॥ -ঐ

আমরা যে নির্ভীক

-জাহাঙ্গীর আলম, সাতক্ষীরা।

আমরা যে নির্ভীক কুরআন-সুন্নাহ্‌র মুজাহিদ
মানি না কারো মোরা আল্লাহ ছাড়া, আল্লাহ ছাড়া
করি না কারো তরে কুর্ণিশ ॥ -ঐ
মোরা রাসূলের জীবনের সংগ্রামী প্রতীক
মোরা ছিদ্দীক্ব মোরা ফারূক
মোরা হক্ব ও বাতিলে পৃথককারী
আসল-নকল আর ঠিক ও বেঠিক ॥ -ঐ
মোরা কুরআনে ঘোষিত হিযবুল্লাহ
মোরা হাদীছে ঘোষিত সায়ফুল্লাহ,
মোরা যুগশ্রেষ্ঠ গাযী রফী মোল্লা
মোরা স্বাধীনতা সংগ্রামী বীর তিতুমীর ॥ -ঐ
শিরক ও বিদ'আতের স্রোতে মোরা নিশ্চল
মোরা বাতিলের ধাক্কায় পর্বত অটল
তাওহীদের সেবায় মোরা হাবশী বেলাল
মোরা কুফরী মতবাদে দেই শত ধিক ॥ -ঐ
মোরা যালিমের মৃত্যু মাযলূমের প্রাণ

হাতিয়ার হ'ল মোদের পূর্ণ ঈমান
শক্তি যোগায় মোদের আল-কুরআন
মোরা মানব জীবনে আঁকড়ে ধরি সুন্নাহ নবীর ॥ -ঐ

তোরা দেরে যাকাত

-শফীকুল ইসলাম, জয়পুরহাট।

তোরা দেরে যাকাত তোরা দেরে ওশর
তোর দিল খুলবে পরে ওরে আগে খুলুক হাত ॥ -ঐ
দেখ পাক কুরআন শোন নবীজীর ফরমান
ভোগের তরে আসেনি দুনিয়ায় মুসলমান
তোর একার তরে দেয়নি আল্লাহ দৌলতের খেলাত ॥ -ঐ
তোর দল-দালানে কাঁদে ভুখা হাযার মিসকীন
আছে দৌলতে তোর তাদের ভাগ বলেছেন রাসূলে কারীম।
বলেছেন রহমানুর রহীম, বলেছেন রাসূলে কারীম
সঞ্চয় তোর সফল হবে পাবিরে নাজাত ॥ -ঐ
এ দুনিয়ার বিভর-রতন যাবে না তোর সাথে
হয়তো চেরাগ জ্বলবে না তোর আঁধার শবে রাতে
এই দৌলতের বদৌলতে পাবিরে তুই বেহেশতী সওগাত। -ঐ
এ দুনিয়ার ধন-দৌলত যাবে না তোর সাথে
হয়তো চেরাগ জ্বলবে না তোর আঁধার কবরেতে
এই দৌলতের বদৌলতে পাবিরে তুই জান্নাতী পোষাক ॥
এই দৌলতের বদৌলতে পাবিরে তুই জান্নাতী সওগাত ॥ -ঐ

কুরআন মানতে এসে

- মহাম্মাদ খলীলুর রহমান, জয়পুরহাট।

কুরআন মানতে এসে পেয়েছি এ উপহার
হাদীছ মানতে এসে পেয়েছি এ উপহার। (২)
নামায পড়ে না পড়তে জানে না
নামাযীদেরকে দেখতে পারে না। (২)
ওরা আবার মোদের বলে ঈমানের গড়বড়,
আল্লাহ্‌র পথে এসে পেয়েছি এ উপহার।
নবীর পথে এসে পেয়েছি এ উপহার। -ঐ
মসজিদেতে যায় না, মাদরাসাতে যায় না
ভুলেও কোন দিন কুরআন পড়ে না (২)
ওরা আবার মাসলার বেলায়, মুফতীর হয় সরদার। -ঐ
জিহাদ করে না, করতে বলে না,

জিহাদের তামান্না মনেও করে না। (২)
ওরা আবার মন্দ বলে গালি দেয় বার বার। -ঐ
ওশর দেয় না, যাকাতও দেয় না,
বলে খাযনার জমিতে ওশর লাগে না। (২)
ওরা আবার মুমিন বলে দাবী করে বার বার। -ঐ

তুমি অনেক দিলে

-কাজী নজরুল ইসলাম

তুমি অনেক দিলে আল্লাহ
দিলে অশেষ নিয়ামত।
আমি লোভী তাইতো আমার
মেটে না হসরত ॥
কেবলি পাপ করি আমি
মাফ করিতে তাই হে স্বামী।
দয়া করে শ্রেষ্ঠ নবীর, করিলে উম্মত
তুমি নানান ছলে করছো পূরণ
ক্ষতির খেসারত ॥ -ঐ
তুমি মায়ের বুকে স্তন দিলে
পিতার বুকে স্নেহ।
মাঠে শস্য ফসল দিলে
আরাম লাগি গৃহ।
ঈদের চাঁদের রং মিশালে
রঙ্গিন বেহেস্তে পথ দেখালে
তুমি আখেরে ঐ সহায় দিলে
আখেরী হযরত ॥ -ঐ
তুমি কুরআন দিলে পথ দেখাতে
পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত শিখাতে
তুমি ছালাত দিলে না ভুলিতে
মসজিদের ঐ পথ।
তুমি ক্বিয়ামতে শেষে দিবে
বেহেস্তী দৌলত ॥ -ঐ

নবী মুহাম্মাদ পেয়ারা নবী

-আব্দুল বাসেত, টাঙ্গাইল।

নবী মুহাম্মাদ পেয়ারা নবী, নবী শিরোমণি।
তাঁহারি শাফা'আতে পার হবে গো সকল উম্মতি।

মক্কা দেশে জন্ম তাঁহার ইসলাম হ'ল তরীক্বা।
রেখে গেলেন দ্বীনের নবী উম্মতের লাগিয়া। -ঐ
হেরা গুহায় ধ্যান করেছেন তাই নাযিল হ'ল আল-কুরআন...
প্রচার তুমি করলে নবী সারাটা জীবন, -ঐ
প্রতিষ্ঠিত করতে কুরআন করলে কত যুদ্ধ
শহীদ করে দিলেন নবীর (ছাঃ) দান্দান মোবারক।
আরো কত শহীদ হ'ল বদর, ওহোদ, খন্দকে....
হাযার হাযার প্রাণ বিলিয়ে দিলেন হাসি খুশীতে। -ঐ
কত মায়ের সন্তান ওগো কত নারীর স্বামী
হাসিমুখে দিলেন বিদায় দ্বীন-ইসলামের লাগি। -ঐ

তাওহীদী ঝাণ্ডা

-মুহাম্মাদ আব্দুস সালাম, দিনাজপুর।

তাওহীদী এক ঝাণ্ডা নিয়ে আসলো নওজোয়ান।
শোন ওরে বিদ'আতীরা থাকরে সাবধান। -ঐ
এরা নয়রে নতুন, হয় পুরাতন, এরাই সাবেক দল
শিরক-বিদ'আত দুনিয়া হ'তে করবে রসাতল।
ঢাল তলোয়ার হাতে নিয়ে তুলবে ঝড়-তুফান। -ঐ
আল-কুরআন ও হাদীছ নিয়ে হইবে যখন খাড়া।
মানবে না ভাই কারো কথা আল্লাহ-রাসূল ছাড়া।
একমাত্র অহি দিয়ে (২বার) করবে সমাধান। -ঐ
গোলাপ জল ছিটাও কেন মৃত কবর পাড়ে?
পয়সা-কড়ি চাউল দিয়ে কি লাভ হবে তাতে ॥
লাভ হবে না কবর পাকা (২বার) কইরা দিয়া শান। -ঐ
কবর পূজা, দূর্গাপূজা, পূজার নাইতো শেষ
জন্ম-মৃত্যু আর চল্লিশায় দখল করছে দেশ।
তওবা করে ছাড় অবুঝ (২বাব) বরাত আর নবান। -ঐ
সমাজ হ'তে ভ্রান্ত নীতি, করবে এরা ছাফ
আদি থেকেই এই দুনিয়ায় চলছিল যা পাপ (২)
মনগড়া রায় মানবে নাতো (২বার) থাকতে আল-কুরআন। -ঐ*

* *টীকাঃ 'বরাত' বলতে শবেবরাত ও 'নবান' বলতে নবান্ন বুঝানো হয়েছে, যা এদেশে ব্যাপকভাবে চালু আছে। -প্রকাশক।*

শেখো সুন্নাতী দো'আ

-খলীলুর রহমান, জয়পুরহাট।

দেশে এলোরে বালা, শেখো সুন্নাতী দো'আ
দো'আর ফৎওয়া নিয়ে হুযুর মাতোয়ারা। -ঐ
নারী হবে দেশনেত্রী মোল্লা করে দো'আ। -ঐ
নারী হবে ওয়ার্ড মেম্বার, মুন্সী করে দো'আ। -ঐ
দেশে এলো নির্বাচন
নারী পেল পজিশন
স্বামী-স্ত্রী প্রার্থী হয়ে, চায়রে দো'আ। -ঐ
বাংলার অনেক মুসলমান
পড়ে না নামায ও কুরআন,
শবেবরাত এলে, করে রে- দো'আ। -ঐ
শোন বাংলার মুসলমান
ছাড় গণতন্ত্রের ইলেকশন।
মাযারে মাযারে ঘুরে
করিস না আর দো'আ। -ঐ

বিপ্লবী সৈনিক

-মুহাম্মাদ আবদুল বাসেত, টাঙ্গাইল।

বিপ্লবী সৈনিক আমরা হব
আল্লাহর রাহে জীবন দিব
জিহাদ, জিহাদ, জিহাদ করব
গাযী হয়ে বেঁচে রব
না হয় মোরা শহীদ হব। -ঐ
আয়রে তোরা জলদি আয়
কুরআন-হাদীছের পথে আয়
কাফের শয়তান নিপাত যাক ॥ -ঐ
কে কে আছ বক্র পথে, এখনো তো সময় আছে
কুরআন-হাদীছ নিয়ে বুকে ॥ -ঐ
আমরা সবাই যুদ্ধ করব আল্লাহরই পথে
কুরআন-হাদীছ সঙ্গে রবে ভয় কিরে মোদের।
আমাদের শক্তি অহি-র বিধান
রক্ষা নাইরে কাফের শয়তান।
দল বেঁধেছি আমরা সবে ॥ -ঐ
সকল আইন ভেঙ্গে দিব

অহি-র বিধান কায়েম করব
পণ করেছি আমরা মনে ॥ -ঐ

আমার কি হবে উপায়

-আব্দুস সাত্তার, বগুড়া।

আমার কি হবে উপায়, আমার কি হবে উপায়,
শিশুকাল কোলে কোলে কেটে গেল ভাই।
যৌবনকাল ভোগ-বিলাসে উড়িয়ে দিলাম হায়,
নিদানকাল কখন এল জীবনটা মোর এলোমেলো (২)
হিসাব করি নাই ... (ঐ)
সহায়-সম্পদ সবই ফেলে গেল যে সবাই
আমীর-ফকীর কত গেল কেউতো ফিরে নাই
কত জনার রাখলাম গোরে আপন হাতে দাফন করে, হুঁশ করি নাই। -ঐ
কবর ও দোযখের আযাব সইব কেমনে ভাই
হাশর ও পুলছিরাত আমি কেমনে উড়ে যাই
কত জনার রাখলাম গোরে আপন হাতে দাফন করে,
এখন কোথায় যাই ...। -ঐ
বারে বারে হজ্জ করি সূদ ছাড়ি নাই
ইমামতি করি আমি হারাম রূযী খাই
কত জনার করলাম ক্ষতি, তবু আমি বিচারপতি, এখন কি উপায়? -ঐ
ডবল কামেল ওস্তাদ আমি টিভি ছাড়ি নাই
ফৎওয়া দিচ্ছি ভুরি ভুরি নিজের আমল নাই
এলেম ছাড়া আলেম হইয়া বেদ্বীন কাজ কত কইরা
আমল করলাম ছাই ... -ঐ
গান-বাজনা নভেল-নাটক কিছুই ছাড়ি নাই
কুরআন-হাদীছ কত শুনলাম আমল করি নাই
ছিয়াম-ছালাত না পড়িয়া দুনিয়ার মোহে রই মজিয়া, এখন কি উপায়?
আমার চেয়ে বড় পাপী কেহ বুঝি নাই,
শিরক-বিদ'আত করছি যত, লেখা-জোখা নাই,
নবীর তরীক্বা ছেড়ে দিয়ে বহু তরীক্বায় আমল করে
সব হারালাম হায় ... । -ঐ

পর্দা পর্দা করে আলেম

-আব্দুস সালাম, দিনাজপুর।

পর্দা পর্দা করে আলেম পর্দা কেহ বোঝে না
নারীর পর্দা উঠে গেল দেখে টিভি-সিনেমা।

এনজিওদের পিছে ঘুরে হাদীছ-কুরআন রাখলো দূরে
পর পুরুষ আর পর নারীতে মনের পর্দা রাখলো না। -ঐ
শিক্ষা নিলাম গানের বাড়ী
পর্দা গেল এদেশ ছাড়ি।
বিবি-বাচ্চা নিয়ে চলে শ্বশুর-জামাই দু'জনা। -ঐ
শোনরে মুমিন ও মোমেনা
পর বাড়ীতে আর ঘুরবে না।
বোরখা পরে চলবি পথে ডানে-বামে দেখবি না। -ঐ
পিতা, শ্বশুর, স্বামীর ছেলে
ভাই-ভাতিজা অবুঝ ছেলে (২ বার)
চাচা, মামা, আপন জামাই দেখা করবে মোমেনা
অতি বুড়া, দাদা-নানা, বোনের বেটা, ক্রীতদাস।
পর্দা করে দেখতে পাবে করবে না কেউ রঙ্গরস
নইলে সেদিন জাহান্নামে ভুগবে শুধু যাতনা। -ঐ

শোন বাংলার মুসলমান!

-খলীলুর রহমান, জয়পুরহাট।

শোন বাংলার মুসলমান! তামাক বিড়ি দিয়ে কেন কর সম্মান
বলেছেন নবী, 'নেশার বস্তু সবি বিলকুল হারাম'। -ঐ
আত্মীয়-স্বজন আসলে বাড়ী খাইতে দেয় পাতা, জর্দা, বিড়ি
বিড়ি ছাড়া অন্য কিছু, তামাক ছাড়া অন্য কিছু ভাল লাগে না। -ঐ
মাস্টার স্যার খায় অফিসে, দাদা খায় মাঠে
ঘরের কোণে দাদী টানে, নাতি-নাতনী হাসে। -ঐ
গ্রামীণ ব্যাংকের ঋণ নিয়ে বুড়া-বুড়ি বিড়ি কিনে।
বছর শেষে কিস্তির জ্বালায় বিষ করে পান।
শোন বাংলার মুসলমান ....। -ঐ

চোখ গেলরে, কান গেলরে

-আব্দুর রহীম, জয়পুরহাট।

চোখ গেলরে, কান গেলরে, মান গেলরে, প্রাণ গেলরে,
ডিস এন্টিনা, টিভির জ্বালায়। -ঐ
ঈমান রাখা দায়, নাঊযুবিল্লাহ নগ্ন ছবি ফেলছে বেকায়দায়। -ঐ
বড় সাহেবের বিবিরা সব ভিসিআর দেখে
কসমেটিক্স আর লিপস্টিক ঠোঁটে-মুখে মেখে,
বেগম কোথায় আসর জমায় সাহেবের নেই জানা

ব্লু-ফিল্মের রঙ্গিণ আলোয় বিবি যে রাতকানা। -ঐ
নৈশক্লাবে যায়রে বিবি ডানাকাটা পরী।
ভ্যানিটি ব্যাগ হাতে নিয়ে রূপের বাহাদুরী
বিবি নাচে পরের সাথে করে সে মিতালী।
নেশার তালে মাতাল হয়ে স্বামী দেয় হাততালি ॥ -ঐ
এরা নাকি সভ্য সমাজ আছে গাড়ী বাড়ী
স্বামীর মাথায় লাথি দিয়ে করছে বাহাদুরী। (২)
এ সমাজের ভাঙ্গো তালা রুখো খবরদারী
অহি-র সমাজ কায়েম করে বাঁচাও দেশের নারী ॥ -ঐ

আমায় কোন গাঙ্গে ভাসাইলি

-আব্দুর রাযযাক, রাজশাহী।

আমায় কোন গাঙ্গে ভাসাইলি আল্লাহ কুল-কিনারা নাই।
আমি তরি কিনা, ডোবে নৌকা সাবধানে চালাই। -ঐ
নাই নাইরে কুল-কিনারা নাই...। -ঐ
ঝড় তুফানে গাঙ্গে তরী, বাইয়া যেতে ভয় না করি।
ও, ওরে দয়াল, ঝড় তুফানে ...।
ও তোর পাই যদি গো খাছ করুণা পার হব নিশ্চয়।
মোর নবীজী পাকা মাঝি তাঁর ধরেছি হাল
দয়াল-রে তাঁর দিশাতেই বৈঠারে বাই তুইলা দিয়া পাল।
দয়াল তুইলা দিয়া পাল
ও নাও বিদ্যুৎ বেগে যায় ছুটিয়া
সকল বাধা যায় টুটিয়া
ওরে দয়াল, বিদ্যুৎ বেগে ....।
ও তুই থাকিস যদি সঙ্গে আমার শংকা কিছুই নাই।
আমায় কোন গাঙ্গে .....।

ভাব নিরালায়

-সংগ্রহে : আবু সাঈদ, রংপুর।

ভাব নিরালায়! গযব কেন রে দুনিয়ায়?
শান্তি কেন নাইরে দুনিয়ায়?
মদের বাজার গরম হ'ল জুয়ার বোর্ডে মানুষ যায়
মিথ্যা কথা চোগলখোরী নামায পড়ে কয়জনায়?
যাকাত ছাড়া ধন বাড়ালো
সিনেমাতে ভিড় জমায় ॥ -ঐ

সন্তান হয়ে মাতা-পিতার কথা শুনতে রাযী নয়
যাহা ইচ্ছা তাহাই করবো বুড়া-বুড়ির কিসের ভয়?
বুড়ার হ'ল মাথা খারাপ
নামায-রোযার জারি গায় ॥ -ঐ
মেয়েরা কয় স্বাধীন হ'লাম পুরুষের আর দরকার নাই
পুরুষ দিয়া কি করিব নিজের কামাই নিজে খাই
বিমান হ'তে শুরু করে
মটর সাইকেল সব চালায় ॥ -ঐ

মুসলমান সব এক হয়ে যাও

-আব্দুল্লাহ আনছারী।

মুসলমান সব এক হয়ে যাও
অহি-র আলোকে জীবন গড়াও
রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে নেতা মেনে
শাসন চালাও সব খানে।
জীবন সুন্দর সুখি হবে তোমার সুখি হবে দু'জাহান......ঐ
উত্তম নেতা হ'লো আবূবকর
তারপরে নেতা হ'লো হযরত উমর
উটের পিঠে রে চাকর হয়ে রশি টানে। -ঐ জীবন...
গহনার ভিতর শ্রেষ্ঠ স্বর্ণ
ধর্মের ভিতর ইসলাম
লোহার বর্ম গায়ে পড়ে
দাওয়াত ও জিহাদ চালাও সব জায়গায়। -ঐ জীবন...

মা-বাবা

-মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম, জয়পুরহাট।

মা-বাবার কথা মত চলে না যে জন
আল্লাহ পাকের দয়া তারা পাবে না। (২)
মা-বাবার দুঃখ দিলে
ছালাত ছিয়াম যাবে বিফলে
মার কলিজায় আঘাত দিলে মুক্তি পাবে না। -ঐ
মা-বাবার অছীলাতে আসলে তুমি এই ধরাতে
পরের বিটি বাড়ী এনে সেই মা-বাপরে চিনো না। -ঐ
মা-বাবার চরণ ধরি, তওবা করো বলছি। (২)
নইলে কিন্তু আখেরাতে মুক্তি পাবে না। -ঐ আল্লাহ পাকের...

আফযালুয যিকর

-মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম, জয়পুরহাট।

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু বলরে আমার মন
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু বলরে আমার মন
মউত এর সময় বুঝিতে পারিবি মন
মউত এর সময় বুঝিতে পারিবি মন
তাওহীদ কালিমার কতই গুণ। -ঐ
কবরে শুইলে বুঝিতে পারিবি
আফযালুয যিকর এর কতই গুণ। -ঐ
হাশরের মাঠে বুঝিতে পারিবি মন
তাওহীদ কালিমার কতই গুণ। -ঐ
মীযানের পাল্লায় দেখিতে পারিবি মন
পুলসিরাতের উপর দেখিতে পারিবি মন
তাওহীদ কালিমার কতই গুণ। -ঐ

ফেরি করি

-জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম

ফেরি করি ফিরি আমি আল্লাহ তা'আলার নাম (২)
দেশ বিদেশে পথে ঘাটে......... হাকি শুভ নাম -ঐ
কালিমা শাহাদতের বাণী....... যে বারেক বলে একটু খানী
সে চাওয়ার অধিক দেয় আমারে
মোর শওদার দাম -ঐ
দাম দিয়ে সব দুনিয়াদারির মেটাই দেনা
অমূল্য সেই আল্লাহ্‌র নাম কেউ নেয় না।
আল্লাহ নামের ফেরি ওয়ালা.........
ডাকে ওরা সাঝের বেলা..........
নামে সে আখেরে পায় বেহেস্তী আরাম। -ঐ

গ্রাস করেছে

-মুহাম্মাদ আব্দুস সাত্তার।

গ্রাস করেছে রে আজি গ্রাস করেছে
নবীর দ্বীনকে শিরক বিদ'আতে গ্রাস করেছে।
ঈমানের মণিকোটায় বিদ'আত ঢুকেছে
ছালাত, ছিয়াম, হজ্জ যাকাত আর দ্বীনের সব কাজে

নবীর দ্বীন করছে গ্রাস শিরক বিদ'আতে। -ঐ
মুসলমান আজ ডুবে মরছে তাক্বলীদের পাপে
তাই চার মাযহাব চার তরীক্বা দ্বীনে ঢুকেছে
তা আবার ফরয করে আমল করতেছে। -ঐ
কেউ করছে মূর্তি পূজা সামনে রাখিয়া
কেউ করছে মানুষ পূজা গোরে রাখিয়া
সন্তান, সম্পদ তাহার কাছে ভিক্ষা চাইতেছে। -ঐ
মুসলমান আজ ফযীলতের ধোকায় পড়েছে
তিন চিল্লায় জান্নাত কেনার কোষেশ করতেছে
এখন নাকি টঙ্গির মাঠে হজ্জ হইতেছে। -ঐ
ছবি মূতি ঘরে ঘরে কত মূর্তি মোড়ে মোড়ে
পদে প্রভাব ফেরি (২বার) অগ্নি পূজাও করতেছে। -ঐ
কা'বার মূর্তি ভেঙ্গে নবী করলেন খান খান
সেই মূর্তি মুসলমান আজ মিশে যাইতেছে -ঐ
কত মুজাহিদ হ'ল শহীদ দ্বীনের খাতিরে
বদর, ওহোদ, খন্দক আর কত সমরে
দ্বীপ জ্বালেনী কেউ কোন দিন তাদের কবরে -ঐ

আযানের ধ্বনি

-মুহাম্মাদ আব্দুস সাত্তার।

আযানের মধুর ধ্বনি কতই শুনি
আমি অধম দিন রজনি আযানের মধুর ধ্বনি (২)
মায়াবি দুনিয়াদারী আমায় নিল পাপে টানি
মহা পাপের হাতছানিতে ছুটে চলে মন পাষানী
হৃদয় আমার পাপের খনি আল্লাহ্‌র হুকুম তাই মানিনি -ঐ
ভোগ বিলাশ আর রঙ তামাশায় কাটিয়ে দিলাম জীবন খানি-
দুনিয়ার মায়াবিনি ডাকে আমার সারাদিনী।
তাইতো আমার মন জগতে নবীর দ্বীনের দ্বীপ জ্বালেনী
মন আমার বিদ'আতের খনি নবীর হাদীছ তাই মানিনি।
বিদ'আতী আমল মাঝে কাটিয়ে দিলাম জীবন খানি
শিরক এর মহাপাপ কিনি আমায় দিল মুশরিক বানি
ছবি, মূর্তি কবর পূজায় অস্তাগেল দ্বীনমনি
মন আমার বিচারীনি পর্দার হুকুম তাই মানিনি।
বে-পর্দায় চলে ফিরে হ'লাম আমি কলংকিনী
কোরআন এর মহা বাণী আমার মনে দাগ কাটেনি
সূদ-ঘুষ আর হারাম কাজে তাইতো আমার মন ফেরেনী -ঐ

অহি-র দাওয়াত

-মুহাম্মাদ বেলাল হুসাইন, পাবনা।

অহি-র দাওয়াত নিয়ে আজি তোমরা আবার কে
ইসলামী দল হালি, হালি (২) ফের্ক্বা করেছে।
আমি কোন দিকে যাই পড়ে আছি গোলক ধাঁধাতে -ঐ
ওরা বলে দেখ শুধু নামায পড়ে কে
আর তোমরা বল ঐ নামাযী যাবে ওয়েলে।
ওরা বলে খুটি নাটি ছেড়ে দিয়ে ঐক্য হ'তে আয়
তোমার দাবি অহি-র বিধান মানবি না তাই খুটি নাটি কয়
ভেঙ্গে চুড়ে দিয়ে যত রছম রেওয়াজ কে। -ঐ
মোরা কে? মোরা মুহাম্মাদী মোরা আহলেহাদীছ
নবী মোদের মুহাম্মাদ সেই তরীকাতে
অন্য নামে নাম তাই রাখিনী রে। -ঐ

খালেক রাযেক

-আব্দুর রাযযাক, রাজশাহী।

তুমি আমার খালেক রাযেক হর বিপদে তুমিই ঠাঁই
তাইতো আমার ভাব না কিছুই নাই।
আমি যেখানেই যখনি ডাকি, দাওনা তো আমারে ফাঁকি
তুমি পরম হিতৈষী আমার অসিম ও করুণাময় তাই -ঐ
নেবই তোমার সন্তুষ্টি এই আসা ভরসাতে
শুধু তোমার সিজদা আল্লাহ করি দিবারাতে
এইটুকু চাই আর চাহি না এর বেশী কি আর বুঝি না
তুমি আমার পরম দয়াল তোমারী পানে যে ধাই। -ঐ
তোমার সেই নাম জপিয়া ভবদরিয়ায়
ঢেউ এর তালে তারে তরী জোরছে বাইয়া যাই -ঐ
ওরে উঠুক যতই ঝড় তুফান হাল ধরেছি আল-কুরআন
যাই ছহীহ হাদীছের বৈঠা বাইয়া কখনো করি না ভয়। -ঐ

না'তে রাসূল (ছাঃ)

-মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম, জয়পুরহাট।

নবীর মতন এমন মানুষ মিলবে না আর হায় (২)
আব্দুল্লার ওরসে ছিল মা আমেনার গর্ভে এল
ওরে উম্মতকে তরাইতে নবী এলেন দুনিয়ায় -ঐ
রোজ হাশরের কঠিন দিনে সেই নবীজির শাফাআতত বিনে

ওরে কান্ডারি হয়ে নবী পার করিবেন হায়। -ঐ
সব মানুষের কথা ছাড়ি নবীজির কথা ধরি
সব মানুষের কথা ছাড়ি নবীজির পথ ধরি
ওরে নইলে সেদিন বিপদ হবে
শোন মোমিন ভাই। -ঐ

শিরক

-মুহাম্মাদ বেলাল হোসাইন, পাবনা।

যুক্তিবাদের যুক্তিতে হায় জাহেলিয়াতের আগমন
ফের আজরের মূতি আবার মোদের হাত উত্তোলন। (২)
সাভারের মিনার কেমনে শাহাদাতের ঐ সাক্ষ্য হয়
এদেশের ভার্সিটিতে কিসের মূর্তি দেখা যায়
যুগে যুগে এমনি করে মূতি পূজক এসেছে
স্বাধীনতার দোহাই দিয়ে মূর্তি ওরা গড়েছে।
মিনারে নিরবতা এই বিধান কি ইসলামের
মুসলমান নত জানু থাম্বা দেখে সিমেন্টের
যুগে যুগে এমনি করে মূর্তি পূজক এসেছে।
স্বাধীনতার দোহাই দিয়ে মূতি ওরা গড়েছে
বিশ্বে শহীদ কে আছে রে তাদের চেয়ে সম্মানী
বদর, ওহোদ খন্দকে যারা করল জীবন কুরবানী
হয় না কেন মিনার তাদের হয় না কেন অনুষ্ঠান
মুসলমানের করছো দাবী কেমনে তুমি মুসলমান। -ঐ

দো'আ করা

-মুহাম্মাদ আব্দুছ ছাত্তার।

হায় গো দো'আ করা আজও শিখলাম না (২)
রাসূল যাহা দেন তাহা আমল কর সব জনা
নিষেধ গুলো দাও ছেড়ে অন্যথা কেউ করো না
নেকী বরবাদ হবে সবই ফরমিয়েছেন রব্বানা
বাকারাতে আয়াত আছে পড়ে কেন দেখ না
ছালাতে মোনাজাত কর সালাম ফেরার পরে না। -ঐ
চুপে চুপে সংগোপনে ভয়-ভীতি নিয়ে মনে
দো'আ করো মোমেন মোমেনা। -ঐ
কায় মনে চাওগো সবে সীমালংঘন কর না
সীমালংঘনকারী মন্দ ফরমিয়েছেন রব্বনা -ঐ
আদম, নূহ, ঈসা, মূসা কেউ তো শাফাআত করবে না

দয়াল নবী সিজদায় কাঁদবে নাজাত দাওগো রব্বানা
হাত না তুলে সিজদায় কাঁদবেন হাদীছ পড়ে দেখ না। -ঐ
ছালাতুল হাজত পড়ো বিপদ গ্রোস্ত যে জনা
নাজাত দিবেন দয়াল আল্লাহ হাত তোলা তো লাগবে না
হাত না তুলে সিজদায় কাঁদবে দো'আ বিফল হবে না। -ঐ
ইউনুস নবী মাছের পেটে পেলেন কত যাতনা
ইবরাহীম আগুনের মাঝে হা তুলে তো কাঁদলেন না
হাত তোলে কেউ তোলে না তা নিয়ে কত ফেৎনা
যুদ্ধ জিহাদ শত শত তর্ক বাহাছ কতই না
মোনাযাতের মানে আজও হাদীছ পড়ে জানলাম না। -ঐ

আল-কুরআন

-আব্দুস সালাম, দিনাজপুর।

আল-কুরআন তোমায় দেখিয়ে দিবে জান্নাতেরই ঠিকানা
ছহীহ হাদীছ দেখিয়ে দিবে বেহেস্তেরী ঠিকানা
যদি বুঝে পড় কুরআন সঠিক পথের পাইবে সন্ধান
সেই পথে হও আগুয়ান আমল কর সব জনা। -ঐ
কোন্টা হালাল কোন্টা হারাম পড়লে বুঝবি আল্লাহ্র কালাম
কোন্ পথে চলবে তুমি কোন্ পথে আছে মানা। -ঐ
ছালাত নাহি করবে কাযা দিবে যাকাত করবে রোযা
কেমন করে করবি আদায় দেখ হাদীছের বর্ণনা। -ঐ
আল্লাহ পাকে করছে মানা দলে দলে ভাগ হবে না
ছাড় সবাই শিরক ও বিদ'আত বিশ্ব নবীর বর্ণনা। -ঐ

শোনরে মুসলমান

-মুহাম্মাদ আব্দুস সাত্তার।

শোনরে মুসলমান তোরা পড়লি না কুরআন
আদেশ নিষেধ কি করেছেন দয়াল রহমান পাক সোবহান
পাঞ্জেগানা পড়লি ছালাত খেয়াল করছি না
রাসূলের তরীকায় তাহা হ'ল কি-না
তর্ক বাহাছ করলি কত এছলাহ করলি না।
কুরআন-হাদীছ পড়লে পাবি হক্বেরই সন্ধান। -ঐ
মাযহাব মতে পড়লে নামায রোযাও করলি তাই
নবীর হাদীছ ইনকার করলি হজ্জ যাকাতও নাই
মুক্তির আশায় পীর ধরলি নজর-নেওয়াজ কতই দিলি
শয়তানের ধোকায় পড়ে হারালি ঈমান। -ঐ

মা-বাপ, শ্বশুর-জামাই মেয়ে ভাই-ভাবী আর পাড়ার ছেলে
হায়া ভুলে দেখছ টিভি এক সঙ্গেতে সবাই মিলে
মৌলভী, হাজী, মুন্সি, গাজী, টিভি-ভিসিডি সবার বাড়ী
মুমিনের করো দাবী কেমন মুসলমান। -ঐ
মসজিদে ময়দানে কর ইবাদতের ভান
আবার পীরের দরগায় ঠুকছো মাথা কেঁদে করছ বান
কাবা ছাড়া হজ্জ করতে যাও টঙ্গিরও ময়দান
তোমরা কেমন মুসলমান পড়লি না কুরআন। -ঐ

সকাল হ্ল

-জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম

সকাল হ'ল শোনরে আযান উঠরে শয্যা ছাড়ী
মসজিদে চল দ্বীনের কাজে ভুলে দুনিয়াদারী।
অযূ করে ফেলরে ধুয়ে নিশি রাতের সব গ্লানী
সিজদা করে জায়নামাযে ফেলরে চোখের পানি
আল্লাহ নামে সারাদিনের কাজ হবে না ভারি। -ঐ
নামায পড়ে আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা কর তুই
ফুস-ফসলে ভরে উঠুক সকল চাষীর ভুঁই
সকল লোকের মুখে হোক আল্লাহ্‌র নাম যারী। -ঐ
ছেলে-মেয়ে সংসার ভার সুপে দে আল্লাহরে
আল্লাহ্‌র দয়া ভিক্ষা কর, কররে বারে বারে
তোর হেসে নিশি প্রভাত হবে সুখে দিবি পাড়ী। -ঐ

না'তে রাসূল (ছাঃ)

–মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম, জয়পুরহাট।

কে যাবি আয় তোরা সোনার মদীনায়
সময় চলে যায় হায়রে সময় বয়ে যায়
ইমামে আজম যিনি নবী মোস্তফায়
সুপথ দেখালেন তিনি চলি সেই তরীকায়। -ঐ
নবীজীর বাণী সবই তো অহি
তাই সে আদেশ ছেড়ে চলছো কোথায়
মদীনায় ও মানুষ আর বৃক্ষ লতা
চমকে উঠে ছিল তাহারি ছোয়ায়। -ঐ
বলেছেন নবী ভ্রান্ত হবে না
আমল থাকে যদি কিতাব ও সুন্নাহ। -ঐ

কি হল এখন

-আব্দুল মান্নান, সাতক্ষীরা।

কি হ'ল এখন মানে না তো মন
বাঁচে না মোদের ঈমান
ও ভাই মুমিন মুসলমান
এখনো হল না তোমাদের জ্ঞান। -ঐ
কাশ্মীর আর বসনিয়ায় ফিলিস্তীন আর বার্মায়
চলছে সেথায় শুধু মুসলিম নিধন
পাশ্চাত্যের শক্তি হয়েছে তাদের আসক্তি
একা হ'তে করবে তারা দুনিয়া শাসন। -ঐ
গ্রামীণ ব্যাংক আর ব্র্যাক ছাড় নইলে ঈমান চলে গেল
ঈমান গেলে মুসলমানের থাকে না কোন ধন। -ঐ
তাই হও সবে হুঁশিয়ার বাঁচাও মোদের ঈমান
উড়াতে হবে দেশে তাওহীদী নিশান। -ঐ
*****

নভেল পড়ি

নভেল পড়ি নাটক দেখি আল্লাহ্‌র কুরআন পড়ি না
জেনে শুনে গুনাহ করি শয়তানের সঙ্গ ছাড়ি না।
হাযার হাযার ডিগ্রীধারী আল্লাহকে মানে না
নামায পড়া দুরের কথা আল্লাহ্‌র হুকুম মানে না
এসেছে দেশে টিভি, সিনেমা এসেছে ডিসএন্টিনা
স্ত্রীর নিকট নত রব পিতা-মাতার কথা শুনব না। -ঐ
এসেছে আধুনিকের নারী সর্ট-ব্লাউজ পাতলা শাড়ী
চুল ছেড়ে দিয়ে হেলে দুলে চলে বুকে নাই তার উড়না
বিয়ে করেছে জোড়ায় জোড়ায় তবু যেনা ছাড়ে না
ঘুষ ছাড়া আজকে মোদের কোন চাকুরী জোটছে না। -ঐ
সিনেমা হলে ভির জমায় মসজিদে কেউ যায় না
নয়া জামানার যুবক-যুবতী পিতা-মাতাকে মানে না।
মিথ্যা সাক্ষীর চলছে বিচার সত্য প্রকাশ পাচ্ছে না
শয়তান বলছে মানবজাতি তোকেও আমি ছাড়ছি না। -ঐ

বোরক্বা

-মুহাম্মাদ আব্দুস সালাম।

বোক্বা পরে চল মা-বোন সদা সর্বদায়
ঈমান আমল সব হারাবে দেখলে বেগানায়

স্কুল, কলেজ, কুটুমবাড়ী যাইতে যদি চাও
ঘর হ'তে বের হওয়ার আগে বোরক্বা পরে নাও
আপনজন এক সঙ্গে নিবে যাইবা না একাই। -ঐ
দুষ্টরা সব সুযোগ বুঝে করবে আক্রমণ
এদের বিচার করবে কিন্তু দেশের জনগণ
জাত কুলমান সব হারালে কি হবে উপায়। -ঐ
এনজিওরা চাকুরী দিয়ে জয় করিল মন
স্বাধীনতা পেয়ে নারীরা করছে ইলেকশান
এক সঙ্গে করছে আলাপ বইসা নিরালায়। -ঐ
আর্মি পুলিশ টিচার হল কেউ বা ব্যারিষ্টার
উকিল, হাকিম, জজ হয়েছে পুরুষ বলে স্যার
দাইয়ুছ হবে এদের স্বামী নবীজির ভাষায়। -ঐ
নারী থাকবে বাড়ীর মাঝে বাহির হবে না
আল-কুরআন ও ছহীহ হাদীছ পড়ে দেখ না
খুব যরূরী বলবে কথা আড়াল থাকিয়া। -ঐ

হে-ভাবুক

-আব্দুস সাত্তার ত্রিশালী।

হে ভাবুক ভেবে দেখ বসে নিরালায়
শান্তি কেন নাইরে দুনিয়ায়
গযব কেন রে দুনিয়ায়। (২)
খাঁটি ধার্মীক নাই কো দেশে
মুসলিম চলছে কাফের বেশে
কথায় কাজে ব্যবহারে বেদ্বীন বুঝা যায়। -ঐ
ছালাত ছিয়ামের ধার ধারে না
সত্য কথা কেউ বলে না
মিথ্যা আর চোগলখুরি করিয়া বেড়ায়। -ঐ
অফিসগুলি ঘুষে গরম অফিসারদের নাইরে সরম
পার্টি দেখলে তারা ঘুষের হাত বাড়ায়।
যালেম অত্যাচারী যত, জমির আইল কাটে কত
অন্যের জমি ছোট করে নিজেরটা বাড়ায়
লোক যায় কোর্ট-কাচারিতে, হক্ব ইনসাফ হক্ব বিচার পেতে
ঘুষ দিলে চোর, ডাকাত, খুনি খালাস পেয়ে যায়। -ঐ
মাথায় কাপড় দেয় না নারী, পিঠে, বুকে দেয় না শাড়ী
বেহায়া বে-শরম নারী চলে বেপর্দায়

নিউ মার্কেট আর গাউছিয়াতে যাচ্ছে নারী শতে শতে
নারীর জ্বালায় পুরুষদের চলা হ'ল দায়। -ঐ
নেতৃত্ব আর মাতব্বরী নিয়ে গেল দেশের নারী
শরম, ভরম উঠে গেল দেশের সব জায়গায়। -ঐ
আলেম কামেল মুফতিয়ানে কুরআন হাদীছ কত জানে
ইজমা কিয়াস টেনে আনে ফতোয়ার বেলায়। -ঐ
*****

মুসলমানের রক্ত

-মুহাম্মাদ ইউসুফ আবুল হাসান।

মুসলমানের রক্ত দিয়ে ধরার জমি লালে লাল
পুত্রের শোকে ভাইয়ের দুঃখে মুমিন হৃদয় বেশামাল
অযোদ্ধাতে আল্লাহ্‌র ঘরে মূর্তি পূজারই পায়তাঁরা।
ক্ষুধার জ্বালায় দেশে দেশে আজ লক্ষ শিশু যায় মারা
ইরাক, ইরান, পাকিস্তান আজকে সবার নিদ হারাম
সন্ত্রাসীদের শীর্ষে নাকি লিষ্ট হয়েছে ওদের নাম।
আল-আহাদের ঝান্ডা নিয়ে কেউ দাড়াল বিশ্বময়
মৌলবাদী গালি দেয় হায় নেয় কেড়ে নেয় মাথার তাজ
আহমদাবাদ জ্বলছে আজি বিরান কাবুল, কান্দাহার
কাশ্মীরে নিত্য দিনে মুসলমানে খাচ্ছে মার। -ঐ
লক্ষ্য লক্ষ্য ফিলিস্তীনীর নেই যে, হায় নেই ঠিকানা
বুলডোজারে জ্যান্ত ওদের পিষছে আজ শ্বেত হায়েনা
সোমালি মরু রোহিঙ্গারা কেঁদে কেঁদে চায় নাজাত
রক্ষা কর দয়াল প্রভু ধ্বংস যে আজ প্রায় উম্মত। -ঐ
বিশ্ব জুড়ে নেই কোথা নেই অধিকার মুসলিমের
সন্ত্রাসীদের গন্ধ শুকে কণ্ঠে রোধে আজ তাদের
দুধে ধুয়া মার্কিন মোড়ল সন্ত্রাসী নয় ইসরাঈল
হালাকুদের সাথে ওদের থাক না যতই থাক না মিল
মুজাহিদদের হত্যা করে রুশ ভারতে বাহবা পায়
জান বাঁচাতে অস্ত্র নিয়ে বীর চেচেনের শীর রুটায়
কেমন করে সইবো জ্বালা থাকতে লহু এই বুকে
আসছে আঘাত দিনের পরে মরছে মুমিন ধুকে ধুকে
অশ্রু যে আজ নেই নয়নে অশ্রু জরে চোখ থেকে
দ্বীনকে আযাদ করতে মুমিন সব রেখে চল জিহাদে। -ঐ
*****

ভয় নাই

-মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম, জয়পুরহাট।

ভয় নাই ওরে কোন ভয় নাই
আল্লাহ যদি থাকে সহায়
দুর্গম গিরি পথ পারি দিয়ে যাই। -ঐ
যুগে যুগে ইতিহাসে লেখা দেখা যায়
আল্লাহ্র পথে যারা কাজ করে যায়
বিনা পরীক্ষায় পাস নাহি হয়। -ঐ
বাতিলের শক্তির ক্ষয় হয়ে যায়
আল্লাহ্র শক্তির কোন ক্ষয় নাই
সেই শক্তি তুমি দাওগো আমায়। -ঐ
দুনিয়ার খেলা ঘরে এসেছো হায়
মরণ তো একদিন ধরবে তোমায়
তাহ'লে তোমার আর দেরী কেন ভাই। -ঐ
দাওয়াতের লাগি নবী তায়েফেতে যায়
ওহোদের মাঠে নবী মার খেলেন হায়
ধৈর্যের গুণে শেষে এলো বিজয়। -ঐ
কুরআন ও ছহীহ হাদীছ মানে যারা
নিজ ঘর হ'তে বাধা পায় তারা
সেই বাধাকে মোরা ভয় নাহি পাই। -ঐ
দুনিয়ার জেল যুলুম ক্ষণিকের হায়
আখেরাতের জেলের কিন্তু কোন সীমা নাই
সেই খানে আমরা যেন মুক্তি সবাই পাই। -ঐ
ইহকালের চাওয়া পাওয়া বড় কিন্তু নয়
পরকালের চাওয়া পাওয়া বড় যেন হয়
এই ফরিয়াদ কবুল কর দয়াময়। -ঐ

বড়

-আব্দুস সাত্তার ত্রিশালী।

বড় জিনিস এর চাইতে দেখ ছোট জিনিসের যশ
আঠিয়া কলার গাছ থাকিতে আখে মিষ্টি রস।
বড় জিনি এর চাইতে দেখ ছোট জিনিসের মান
হস্তি, ঘোড়া গণ্ডার থাকতে বকরী হয় কুরবান
নদী, বিল সাগরেতে আছে কত জল

রুগির পথ্য দিলেন আল্লাহ ছোট্ট ডাবের ফল
শত শত ফল থাকিতে ত্রিফল হ'ল বেল
লাউ কোমড়া তাল থাকিতে সরিষাতে তেল
বট বৃক্ষ থাকতে দেখো এক গাছে হয় গুয়া
উট পাখি থাকতে দেখো কুরআন পড়ে টিয়া। -ঐ
ইসলাম ধর্ম সত্য দেখতে ছোট হ'লে
গুণে কিন্তু অনেক বড় জানিবে সকলে
মসজিদ ও মাদ্রাসাগুলি যদিও ছোট দেখ
আল্লাহ্র নিকট অতি প্রিয় সবাই জেনে রেখ। -ঐ

যেতে হবে

-মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম, জয়পুরহাট।

যেতে হবে পরপারে। (২)
সোনারই অঙ্গ তোমার কবরে মিশাবে
দুনিয়ার মায়ায় রইলি পড়িয়া
কি জবাব দিবে তুমি কবরে যাইয়া
কবরের মাটি সাপ বিচ্ছুর ঘাটি।
কেমনে থাকিবে তুমি তাহারও ভিতরে। -ঐ
অন্যায় অত্যাচারে রইলি ডুবিয়া
কি জবাব দিবে তুমি পরকালে যাইয়া
অন্যায়ের শাস্তি আগুনের হাতুড়ী
কেমনে থাকবে তুমি জাহান্নামের ভিতরে। -ঐ
হাশরের ময়দান বড় ভীষণ স্থান
কেমনে দিবি পাড়ি পুলসিরাতের পুল
মীযানের পাল্লা যদি ভারী নাহি হয়
কেমনে যাবে তুমি জান্নাতের ভিতরে। -ঐ

ভণ্ড বাবা

-মুহাম্মাদ আবু তালেব

ওরে ও খাজা বাবা, ওরেও ভন্ডবাবা
রোজ হাশরে দেখবে তোমার কোন বাবা? -ঐ
কুরআনের ধার ধারে না, মাজারেতে তামাক খায়
লম্বা লম্বা চুল রেখেছে শিকল পরা সারা গায়
মোচে ঢাকিছে মুখ চিনা যায় না কি কারবার
ওরে ও পাগলা বাবা ওরে ও ভন্ডবাবা। -ঐ

যত বাবা তত মাযার বাবা হ'ল বেশুমার
রেল লাইনে নাইরে মাযার বাস লাইনে সব মাজার
নিজের বাপের লয়না খবর মাযারে দেয় লালশালু
নিজের মায়ের লয়না খবর মাযারে দেয় লালশালু
ওরে ও ভন্ড বাবা, ওরে ও পাগলা বাবা। -ঐ
মাযার ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে ধর আল্লাহ্‌র দ্বীন আইন
এখনো সময় আছে তওবা করে হই মুমিন,
পিতা-মাতার চরণ সেবায় হওরে ভাই জান্নাতী। -ঐ

নাতে রাসূল (ছাঃ)

-মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম, জয়পুরহাট।

প্রেমের নবীর আশেক তোমরা হওরে মুসলমান
দ্বীনের কাজে সরল থেকে হয়ো না পাষান
দ্বীনের তরে কত কষ্ট করেছেন তিনি ভাই
এ সব খবর কিতাব খুললে আমরা দেখতে পাই
নবীর মতন কষ্ট কয় যত আশেকান।
মিষ্টি খেয়ে কদু খেয়ে কেমনে আশেক হলী
বাতিল দেখে দৌড়ে আয় আপন ঘারে চলী
মিষ্টির আসেক হয়ে কভু পাবে না আসান। -ঐ
অন্ধকারের ছেয়ে গেছে দেখ বিশ্ব জাহান
এ সব কাজ দূর করিতে হাতে লও কুরআন
নবীর মতন জানে-মালে সব কর কুরবান। -ঐ
শক্তি ধর জিহাদ কর হওরে মুজাহিদ
দ্বীনের আলো জ্বালিয়ে আনো বিশ্বে আবার ঈদ
ভয় করি না শয়তানী কাজ
ভয় করি না কামান মেশিনগান। -ঐ

কুরআন লয়না

-মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম, জয়পুরহাট।

কুরআন লয়না হাদীছ লয়না
রায় ক্বিয়াস মেনে যায়
ইসলাম আজি যাচ্ছে চলে শিরক বিদ'আতের চলছে জয়
আর কত কাল বইবি এই ভার
আমলনামা খালি
ছহীর সাথে যঈফ মানো দিয়া জোড়াতালী

এমন করে করলে আমল
মরণের পর তাই তো ভয়। -ঐ
সঠিক পথে আয়রে ফিরে অহি-র ভেলায় ভাসি
সকল পথ ছেড়ে মোরা নবীর পথে আসি
পীর মারফতি ভালবাসা শয়তানের পথ দেখায়
বুঝবে তুমি মরণের পর জাহান্নামের জ্বালা
পীর মুরশিদে করবে না পার তাই তোমারে বলি
নবীর সুন্নাত করলে কায়েম মরণের পর নাইতো ভয়। -ঐ

আল-কুরআন

-মুহাম্মাদ হারুন উদ্দীন।

আল-কুরআনের সৈনিক আমি নাই তো পরাজয়
এক আল্লাহ্‌র গোলাম আমি এই তো পরিচয়
আমার এই তো পরিচয়।
কুরআন হাদীছ শাসনতন্ত্র রাসূল মোদের নেতা
উৎসাহ মোর চির অম্লান ইতিহাস বিড় গাথা
এক আল্লাহ ছাড়া আমার দেলে নেই তো কোন ভয়
এক আল্লাহ্‌র গোলাম............. ।
জীবনের চেয়ে ঈমানের দাম জানো অনেক বেশী
তবে কেন ঈমান ছেড়ে জীবন পেয়ে খুশি
তোর ঐ ঈমানের মাঝে আছে মুনাফিকের জয়
এক আল্লাহ্‌র গোলাম............. ।
গোলাম বলে মাথা নোয়াও নামাযের মাঝে
সেই আল্লাহ্‌র সাথে বে-ঈমানী কর সকাল সাজে
তাকে সকল ক্ষেত্রে না মানিলে কিছু গ্রহণযোগ্য নয়
এক আল্লাহ্‌র গোলাম............. ।
ঈমানদারীর মাঝে কর ভণ্ডামী যত
সময় মত খাইবে ধরা ছাড়া পাবে নাতো
সেই বিধাতাকে সহায় করে পথ চলে নির্ভয়
এক আল্লাহ্‌র গোলাম............. ।

যৌতুক লোভী মুসলামন

-মুহাম্মাদ খলীলুর রহমান।

শোন বাংলার মুসলমান যৌতুকেরই লোভে হারাইওনা ঈমান
বলেছেন নবী যৌতুক প্রথা সবই বিলকুল হারাম। -ঐ

যৌতুক নিয়ে করলে বিয়ে, হালাল, হারাম না চিনিলে
নবী বলেন ওদের সাথে আত্মীয়তা কর না। -ঐ
যৌতুক প্রথা সর্বনাশা, কেড়ে নিল বুকের আশা
কত মায়ের জীবন গেল, কত বোনের জীবন গেল
যৌতুকেরী দায়। -ঐ
মেয়ের বাবা কাঁদে বসে, ছেলের বাবা মুচকি হাসে
পরের টাকায় করবে বাড়ী, পরের টাকায় কিনবে গাড়ী
কিনবে ভিসিয়ার। -ঐ
কত হাজী, কত গাজী, মৌলভী আর মুন্সি
কেউ ছাড়লো না যৌতুক লোভী
সবাই পরে মরণ ফাঁদে
যৌতুকের দায়। -ঐ

*****

আহলেহাদীছ আন্দোলন

-ড. মুহাম্মাদ মুছলেহ উদ্দীন।

আহলেহাদীছ আন্দোলনের কভু মরণ নাই
সকল পথের মরণ হ'লেও হক্বের পতন নাই। (২)
এক আল্লাহ্‌র উলূহিয়াত এক নবীরই এক ইমামত
কায়েম করতে কুরআন-সুন্নাহ্‌ কোশেশ নিরন্তর
ভয় করি না বুলেট-বোমা ঈমানী অন্তর
এক নীতিতে আল্লাহ্‌র পথে ডাকি সর্বদাই। -ঐ হক্বের মরণ....
কত নেতা জেলে গেল কত বন্ধু কাজ হারাল
নির্যাতনে ঘর ছাড়িল হাযার সজন
হাফিযুর ভাই বিলাইল অকাতরে জীবন
দারুণ বেথা বুকে লয়ে করে যাই লড়াই। -ঐ হক্বের মরণ.....
ইমাম মালেক নির্যাতিত আবু হানীফা নিষ্পেশিত
বিন তাইমিয়ার হ'ল মরণ অন্ধ কারাগারে
জেলের মধ্যে বিন হাম্বলের আঘাতে খুন ঝরে
তাদের কথা স্মরণ করে শান্তি খুঁজে পাই। -ঐ হক্বের মরণ....
যুলুম তোমরা করো যত ভীতি দেখাও অবিরত
অপবাদ দাও শত শত মনে চায় যেমন
মিথ্যা মামলা দিয়া করো মানির মান হরণ
আল্লাহ তা'আলার আদালতে জান্নামে ঠাঁই। -ঐ হক্বের মরণ ...

*****

আল্লাহকে ডাক

-মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম, জয়পুরহাট।

আল্লাহকে ডাক রে বান্দা, আল্লাহকে ডাক। (২)
আল্লাহকে ডাকতে ডাকতে গুনা হবে মাফরে বান্দা।
আল্লাহকে ডাকতে ডাকতে জীবন চলে যাক রে বান্দা। ঐ
যখন তোমার কেউ ছিল না তখন ছিলেন তিনি
এখন তোমরা সব হয়েছে পর হয়েছেন তিনি রে বান্দা পর হয়েছে তিনি
আবার যখন তোমার কেউ থাকবে না তখন থাকবেন তিনি রে বান্দা। -ঐ
যখন তুমি ছোট ছিলে দাঁত ছিল না মুখে
তরল খাবার দিলে আল্লাহ মায়ের বুকেতে
সেই আল্লাহরে কেমনে ভুলে থাক আমার বুঝে আসে না রে বান্দা
আল্লাহকে ডাক রে বান্দা আল্লাহকে ডাক। -ঐ

*****

আহলেহাদীছ আন্দোলনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

নির্ভেজাল তাওহীদের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে কিতাব ও সুন্নাতের যথাযথ অনুসরণের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন করা।